৭৮৬
৭২

# কাশফুল হিজাব

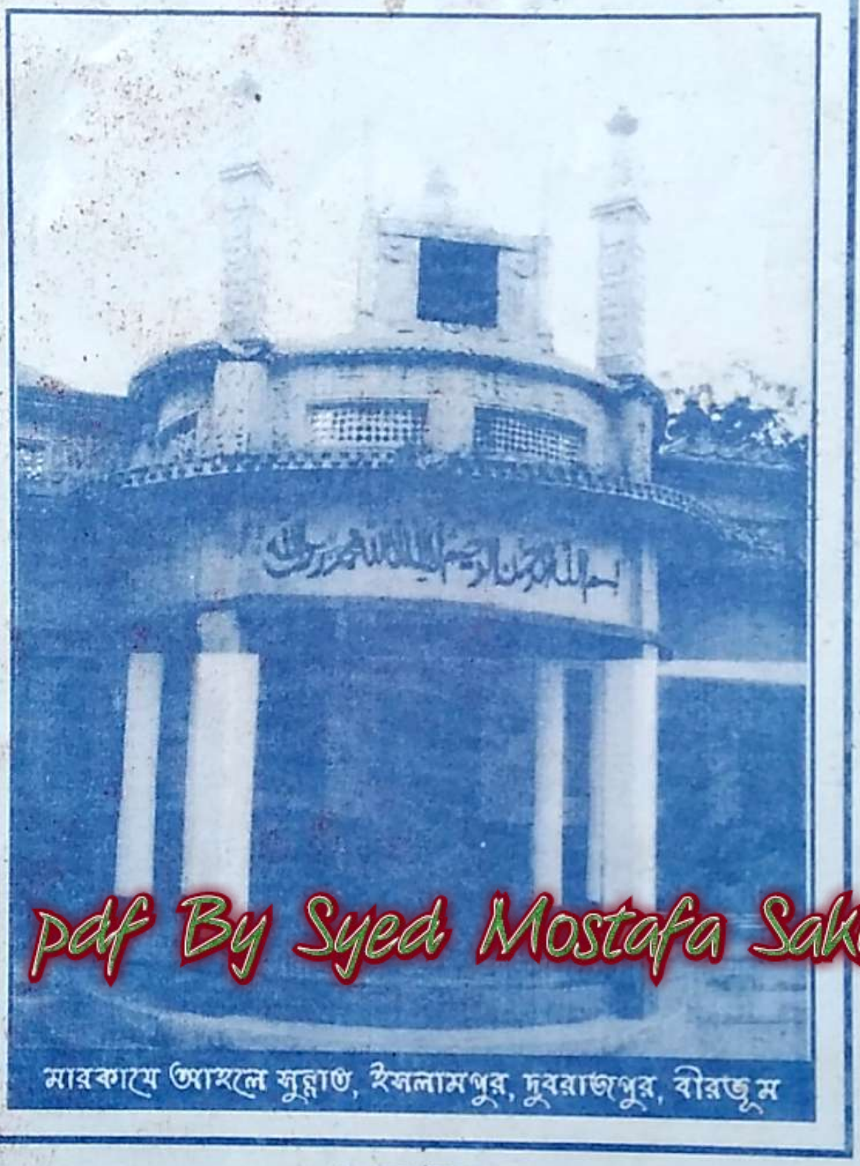


মারকাযে আহলে সুন্নাত, ইসলামপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ লেখক ঃ-

সাদরুল আফাজিল আল্লামা সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী
আলাইহির রহমাহ

-ঃ অনুবাদক ঃ-

মুফতীয়ে আ'জামে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

# কাশফুল হিজাব

-ঃ লেখকঃ-


আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরদাবাদী
আলাইহির রহমাহ


pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ অনুবাদকঃ-


মুফতীয়ে আ'জামে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড পোঃ- ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮
E-mail : rezadarulifta92@gmail.com

- ঃ পরিবেশনায় ঃ-
খানক্বায়ে নঈমীয়া
ইসলামপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম

প্রকাশক ঃ- জনাব কমল খান
কুমারপুর, মহম্মদবাজার, বীরভূম

বাংলায় প্রথম প্রকাশ ঃ- ২০১৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

## - ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

মহম্মদ মনসুর আলি নাঈমী
সেকেড্ডা, মাখদুমনগর, মহম্মদবাজার মোঃ - ০৯৪৩৪৫২৩১৬০

| | |
|---|---|
| রেজবী খাজানা - | ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ |
| গওসিয়া লাইব্রেরী - | মেছুয়া বাজার, কলিকাতা |
| ইম্প্রিয়াল বুক হাউস - | ৫৬, কলেজস্ট্রীট |
| কালিমিয়া বুক ডিপো - | কালিয়াচক, মালদা |
| নূরী এ্যাকাডেমি - | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ |
| মুফতী বুক হাউস - | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ |
| রেজা লাইব্রেরী - | নলহাটি, বীরভূম |

# এক নজরে সাদরুল আফাজিল আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান

জন্ম - ১৩০০ হিজরী অনুযায়ী ১৮৮৩ সাল।

নাম - সাইয়েদ মোহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন

তারিখি নাম - গোলাম মুস্তফা

উপাধি - সাদরুল আফাজিল, ফখরুল আমাসিল ও উস্তাজুল উলামা

মোহতারম পিতা - হজরত আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ মঈনুদ্দীন মুরাদাবাদী

মোহতারম দাদা - উস্তাজুশ্ শুয়ারা মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মাদ আমীনুদ্দীন

বিসমিল্লাহ খানী - চার বৎসর বয়সে

পূর্ণ হাফিজ - আট বৎসর বয়সে

দাস্তারে ফজীলাত - কুড়ি বৎসর বয়সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

# -ঃ শাজারাহ্ শরীফ ঃ-

সাইয়েদুল আম্বিয়া আহমাদ মুজতাবা মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

হজরত ফাতিমাতুয যাহরা - হজরত আলী মুর্তাজা

সাইয়েদুশ্ শুহাদা হজরত

ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহু

১। ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদী আল্লাহু আনহু

২। ইমাম বাকির রাদী আল্লাহু আনহু

৩। ইমাম জা'ফর সাদিক রাদী আল্লাহু আনহু

৪। সাইয়েদুনা আবু জা'ফর রাদী আল্লাহু আনহু

৫। সাইয়েদুনা আলী রেজা রাদী আল্লাহু আনহু

৬। সাইয়েদুনা মূসা কাযিম রাদী আল্লাহু আনহু

৭। সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী নাকী রাদী আল্লাহু আনহু

৮। সাইয়েদ জালালুদ্দীন বোখারী রাদী আল্লাহু আনহু

৯। সাইয়েদ কাবীরুদ্দীন সাম্ভালী রহমা তুল্লাহি আলাইহি

১০। সাইয়েদ রাফীউদ্দিন রহমা তুল্লাহি আলাইহি

১১। সাইয়েদ কারীমুদ্দীন রহমা তুল্লাহি আলাইহি

১২। মাওলানা সাইয়েদ আমীনুদ্দীন রাসিখ আলাইহির রহমাহ

১৩। মাওলানা সাইয়েদ মঈনুদ্দীন আলাইহির রহমাহ

১৪। সাদরুল আফাজিল, ফখরুল আমাসিল হজরত আল্লামা আল হাজ হাকিম মুফতী

সাইয়েদ মোহাম্মাদ

নাঈমুদ্দীন মুরদাবাদী

আলাইহির

রহমাহ

# আমার সৌভাগ্য!

সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! আমার জানা ছিল না যে, সাদরুল আফাজিল আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রদীপ পশ্চিম বাংলার জমীনে জ্বলিতেছে। গত দুই বৎসর পূর্বে বীরভূমের মাখদুম নগরের মানসূর সাহেবের মাধ্যমে দুররাজপুর - ইসলামপুরের জন্য একটি জালসার দাওয়াত পাইয়া ছিলাম। নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, আমি পৌঁছিয়া গিয়াছি সাদরুল আফাজিলের নাওয়াসাদের খাস খানকায়ে নাঈমিয়াতে। জালসার শেষে খানকা শরীফের গদ্দীনশী সাইয়েদ নিজামুদ্দীন আহমাদ নাঈমী সাহেব কিবলা আমাকে একটি দায়িত্ব দিয়াছিলেন যে, সাদরুল আফাজিলের একটি ছোট কিতাব - 'কাশফুল হিজাব' এর অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে। আমার সময়ের চরম অভাব থাকা সত্ত্বেও আমি হজরতের দেওয়া দায়িত্ব মাথায় করিয়া নিয়া ছিলাম যে, ইহা আমার জন্য এক সৌভাগ্য। কারণ, নিজের তো আমল বলিয়া কিছুই নাই, তবে যদি যৎসামান্য খিদমাতের বদৌলাতে কিয়ামতের দিন নবী খান্দানের পবিত্র পায়ের গড়ায় একটু জায়গা মিলিয়া যায়, তাহা হইলে কামিয়াবীর আশা থাকিবে। কিন্তু বিশেষ কারণে বইখানা বাহির হইতে বিলম্ব হইলেও রব্বুল আ'লামীল আল্লাহ আমার কলমকে কবূল করিয়া নিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কবুল করিয়া নিয়াছেন আমার বড় সাহেবজাদা মাওলানা মোহাম্মাদ ওরফে ইমরান উদ্দীনের আরবী কম্পোজকে। আমার অনুবাদের, পরে তাহারই প্রচেষ্টায় পুস্তিকাটি প্রকাশের পথ পাইয়াছে। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের এই নগন্য খিদমাতটুকু কবূল করতঃ কিতাবখানা সমস্ত বাংলাবাসী মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিও, যেমন ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর কোরয়ান পাকের বিশুদ্ধ অনুবাদ - 'কানযুল ঈমান' এর সঙ্গে সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর 'খাযাইনুল ইরফান' মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পরিশেষে বইটির মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি কাহারো নজরে পড়িয়া গেলে জ্ঞাত করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইনশা আল্লাহ তায়ালা আগামী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

অনুবাদক -

**গোলাম ছামদানী রেজবী**

SADRUL AFAZIL
Education & Welfare Society
(Regd. under Govt. Society Regd. Act XXVI 1961)
Regd. No. S/IL/33818 of 2011-12

صدر الافاضل
ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی

Address : Islampur :: Ward No: 08
Dubrajpur :: Birbhum (W.B) :: PIN - 731123
Mob : 9932462568

Email : syed.nizamuddinnaimi@yahoo.in
shunnaimijilani6526@gmail.com

Ref. No. ..................  Date 09/05/2015

مسلک احمد رضا اور منہج راہ نعیم

حضور سیدی صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات اپنی دینی خدمت اور تصنیفات و تالیفات کے سبب دنیا سنیت میں ایسے ہی درخشاں ہے جس طرح آفتاب عالمتاب سے سارا عالم منور ہے آپ کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے جسے احاطے تحریر میں نہیں لایا جا سکتا جب آپ مسند درس گاہ پہ متمکن ہوتے تو تشنگان علوم نبویہ آپ کے سرچشمہ علم و ہدایت سے ایسے سیراب ہوئے کہ اپنے وقت کے رازی غزالی بن کر چمکے اور میدان مناظرہ کے آپ ایسے شہسوار تھے کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، عسائی وغیرہ کے مشہور مناظرین صرف آپ کا نام ہی سن کر گھبرا جاتے اور بسا اوقات فرار ہی میں اپنی عافیت سمجھتے۔

الغرض حضور صدر الافاضل جہاں بلند پایہ مدرس بے نظیر مناظر و خطیب تھے یوں ہی آپ عظیم مصنف اور بے مثال محقق تھے۔ آپ کے رشحات قلم سے بے شمار مضامین تحقیقی مقالات اور نادر روزگار تصنیف برآمد ہوئے جن سے انشاء اللہ عوام و خواص اہل سنت فیضیاب ہوتے رہیں گے۔

زیر نظر کتاب مسائل ایصال ثواب بھی حضور صدر الافاضل کی شاہکار تصنیف ہے جس میں آپ نے تیجہ، چہلم، برسی، فاتحہ خوانی، میلاد خوانی عرس وغیرہ کا شرعی حکم بیان فرمایا ہے اور دلائل و براہین سے اس طرح مزین فرما دیا کہ ان معمولات اہل سنت کا صحیح و حق ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے نیز آپ نے منکرین و معاندین کے بے جا اعتراضات کا بھی بھرپور تعاقب فرمایا اور مفصل جوابات عطا فرمایا الغرض یہ کتاب نہایت ہی جامع معیاری اور تحقیقات و تدقیقات کا گنجینہ ہے جو عوام و خواص سب کے لیے یکساں مفید ہے یوں تو اردو میں یہ کتاب کئی بار منظر عام پر آئی اور اب یہ پہلی بار بنگلہ میں چھپنے جا رہی ہے اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی ہے کیوں کہ بنگال کے بیشتر حضرات زبان اردو سے نا آشنا مفتی اعظم بنگال شیخ غلام صمدانی رضوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مسائل ایصال ثواب کو بنگلہ زبان کی طرف منتقل کر کے بنگال کے افراد اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا اللہ تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ایسے ہی مزید دینی خدمات کی توفیق بخشے محمد کمال خان صاحب جنہوں نے آپ نے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر اس کتاب کی اشاعت کی ذمے داری قبول کی نہایت ہی قابل مبارک باد ہیں مولی تعالی ان کے والدین یعنی (مرحوم الحاج بصارت علی خان، مرحومہ انیسہ بی بی) پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

اس کتاب ترتیب و اشاعت میں بہت زیادہ محنت و کاوش سے کام لیا گیا پھر بھی کسی غلطی کا رہ جانا ممکن ہے ہم قارئین سے التماس کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو درست کیا جا سکے۔

- فقط -

نبیرۂ ابن صدر الافاضل
سید نظام الدین احمد نعیمی غفرلہ
جنرل سکریٹری صدر الافاضل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی
دبراجپور

SADRUL AFAZIL EDUCATIONAL & WELFARE SOCIETY, BIRBHUM * DUBRAJPUR
Govt. Regd No - S/IL/33818

ہے بہت کافی غلامان شہ کونین کو
مسلک احمد رضا اور مشعل راہ نعیم

حضور سیدی صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات اپنی دینی خدمت اور تصنیفات و تالیفات کے سبب دنیا سنیت میں ایسے ہی درخشاں ہے جس طرح آفتاب عالمتاب سے سارا عالم منور ہے آپ کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے جسے احاطے تحریر میں نہیں لایا جاسکتا جب آپ مسند درسگاہ پے متمکن ہوئے تو تشنگان علوم نبویہ آپ کے سرچشمہ علم و ھدایت سے ایسے سیراب ہوئے کہ اپنے وقت کے رازی غزالی بن کر چمکے اور میدان مناظرہ کے آپ اسے شھوار تھے کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، عسائی وغیرہ کے مشہور مناظرین صرف آپ کا نام ہی سن کر گھبرا جاتے اور بسا اوقات فرار ہی میں آپنی عافیت سمجھتے۔

الغرض حضور صدر الافاضل جہاں بلند پایہ مدرس بے نظیر مناظر وخطیب تھے یوں ہی آپ عظیم مصنف اور بے مثال محقق تھے۔ آپ کے رشحات قلم سے بے شمار مضامین تحقیقی مقالات اور نادر روزگار تصانیف برامد ہوے جن سے انشاء اللہ عوام و خواص اہل سنت فیضیاب ہوتے رہیں گے۔

زیر نظر کتاب مسائل ایصال ثواب بھی حضور صدر الافاضل کی شاہکار تصنیف ہے جس میں آپ نے تیجہ، چہلم، برسی، فاتح خوانی، ملا دخوانی عرس وغیرہ کا شرعی حکم بیان فرمایا

ہے اور دلائل و براہین سے اس طرح مزین فرما دیا کہ ان معمولات اہل سنت کا صحیح وحق ہونا روز روشن کی طرح عیان ہو جاتا ہے نیز آپ نے منکرین ومعاندین کے بے جا اعتراضات کا بھی بھرپور تعاقب فرمایا اور مفصل جوابات عطا فرمایا الغرض یہ کتاب نہایت ہی جامع معیاری اور تحقیقات وتدقیقات کا گنجینہ ہے جو عوام وخواص سب کے لے ایکساں مفد ہے یوں تو اردو میں یہ کتاب کئی بار منظر عام پر آئی اور اب یہ پہلی بار بنگلہ میں چھپنے جا رہی ہے اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی ہے کیوں کہ بنگال کے بیشتر حضرت زبان اردو سے نا آشنا مفتی اعظم بنگال شیخ غلام صمدانی رضوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مسائل ایصال ثواب کو بنگلہ زبان کی طرف منتقل کر کے بنگال کے افراد اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا اللہ تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ایسے ہی مزید دین خدمات کی توفیق بخشے محمد کمال خان صاحب جنہوں آپ نے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر اس کتاب کی اشاعت کی ذمے داری قبول کی نہایت ہی قابل مبارک باد ہیں مولی تعالیٰ ان کے والدین یعنی (مرحوم الحاج بصارت علی خان، مرحومہ انیسہ بی بی) پر آپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

اس کتاب ترتیب واشاعت میں بہت زیادہ محنت وکاوش سے کام لیا گیا پھر بھی کسی غلطی کا رہ جانا ممکن ہے ہم قارئین سے التماس کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو درست کیا جا سکے۔

۔ فقط ۔

سید نظام الدین احمد نعیمی

خانقاہ نعیمہ اسلام پور، دیناج پور مغربی بنگال۔

# সাইয়েদ নিজামুদ্দীন আহমাদ নাঈমীর অভিমত

## (সারাংশ)

হুজূর সাইয়েদী ও সানাদী সাদরুল আফাজিল ফখরুল আমাসিল আল্লামা সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার দ্বীনী খিদমাত ও বহু সংখ্যক কিতাবাদী লিখিবার কারণে সুন্নী জগতে সূর্যের ন্যায় চমকাইতেছেন। লেখনীর মাধ্যমে তাঁহার সমস্ত দ্বীনী খিদমাতের কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁহার নিকট থেকে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করতঃ বহু বান্দা যুগের ইমাম রাজী ও ইমাম গাজ্জালী হইয়া গিয়াছেন। আবার বাহাস ও মুনাজারার ময়দানে তিনি এমনই দক্ষ ছিলেন যে, ওহাবী দেওবন্দী, রাফেজী, কাদিয়ানী ও ঈসায়ীদের বড় বড় মুনাজির কেবল তাঁহার নাম শুনিলে ভয় পাইয়া যাইতো এবং অধিকাংশ সময়ে ময়দান ত্যাগ করাই মঙ্গল মনে করিতো। মোটকথা হুজূর সাদরুল আফিজিল যেমন একজন উচ্চ পর্যায়ের বেনযীর মুদারিস, মুনাজির ও মুকারির ছিলেন; তেমনই তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত মুসান্নিফ মুহাক্কিক। তাঁহার কলমের কালী থেকে বহু সংখ্যক পুস্তাকাদি ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে যেগুলি থেকে আহলে সুন্নাতের আম খাস নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হইতেই থাকিবে। মাসাইলে ইসালে সওয়াব সম্পর্কে বর্তমান কিতাবখানাও হুজূর সাদরুল আফাজিলের একটি মূল্যবান কিতাব। ইহাতে তিনি অনেকগুলি প্রচলিত মাসায়ালা মাসাইল সম্পর্কে কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে সত্য ও সঠিক প্রমান করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, বিরোধীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নগুলির দাঁত ভাঙা জবাবও দিয়াছেন। মোটকথা, কিতাবখানা ছোট হইলেও উপকারের দিক দিয়া খুবই বৃহৎ। কিতাবখানা একাধিকবার ছাপা হইয়াছে কিন্তু এই প্রথমবার বাংলা ভাষায়

ছাপা হইতে চলিয়াছে। ইহাতে বাঙালী মুসলমানদের যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া মনে করিতেছি। তবে আমরা আন্তরিক ভাবে বঙ্গের সেই বিখ্যাত ব্যক্তি মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী সাহেবের জন্য দুয়া করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত দ্বীনী খিদমাত কবূল করিয়া থাকেন এবং আরো বেশি করিয়া দ্বীনী খিদমাত করিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। সেই সঙ্গে আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করিতেছি মোহাম্মাদ কমল খান সাহেবের জন্য, যিনি তাহার মারহুমা মাতা আনীসা খাতুন ও মারহুম পিতা হাজী বাসারাত আলী খানের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কিতাবখানা ছাপাইবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার মাতা পিতাকে নিজ রহমাতে রাখিয়া দরজা বুলন্দ করিয়া থাকেন।

সাইয়েদ নিজামুদ্দীন আহমাদ নাঈমী
খানকায়ে নাইমীয়া
ইসলামপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম

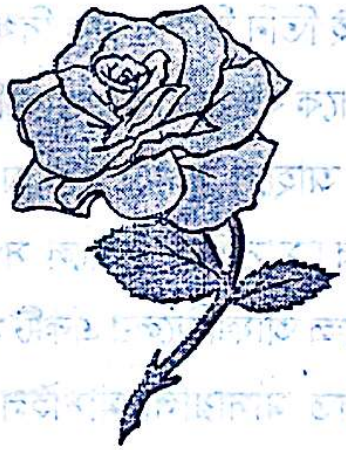

pdf By Syed Mostafa Sakib

# كشف الحجاب

عن

## مسائل ايصال الثواب

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّٰه ربّ العٰلمين والصّلوة والسّلام

علىٰ سيد الانبياء والمرسلين وعلىٰ اٰله

واصحابه اجمعين ☆

আমার প্রিয় জনাব মুনশী শওকাত আলী সাহেব রামপুরী - আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শান্তিতে রাখিয়া থাকেন, তিনি দিল্লীতে অবস্থান কালে ইসালে সওয়াবের মাসয়ালা সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের বির্তক দেখিয়া একটি ব্যাথা অনুভব করিয়াছেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন লিখিয়া আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে ইহাও আবেদন করিয়াছেন যে, এই মাসয়ালাগুলি সম্পর্কে কোরয়ান ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য দ্বীনী কিতাবগুলির নির্দেশাবলী যেন লেখা হইয়া থাকে এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। তাহার এই আবেদনের উপরে এই জবাব লেখা হইয়াছে, যেগুলিকে আমি 'কাশফুল হিজাব আন মাসায়েলে ইসালে সওয়াব' নামে নাম করণ করিতেছি। এই জবাবগুলি কেবল সত্য প্রকাশ এবং দ্বীনের আহকাম - নির্দেশাবলীকে সাফ সাফ বর্ণনা করিবার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপকৃত করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে সত্য মানিয়া নেওয়ার সামর্থ দান করিয়া থাকেন এবং তাহারা কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে উপকৃত হইয়া থাকেন

এবং বাতিলের বাতুলতা থেকে বিরত এবং অমান্যকারীদের হিংসাত্মক কথা ও তাহাদের ব্যক্তিগত মতামতগুলি থেকে নিরাপদ থাকেন -

عليه توكلت واليه انيت و هى حسبى نعم الوكيل نعم المولىٰ ونعم الكفيل

المعتصم بحبل المتين

العبد محمد نعيم الدّين المرادآبادى غفرله الهادى

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

## গায়রুল্লাহর নামে জবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে কোরয়ানে কারীমের মধ্যে কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হইয়াছে

# প্রশ্ন নং - ১

আজকাল মানুষ ফাতিহা, খয়রাত ও সাদকাহকে এই বলিয়া নিষেধ করিতেছে যে, ইহা 'আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ করা পশুর মধ্যে গন্য এবং কোরয়ান শরীফে ইহাকে হারাম করা হইয়াছে। এই জন্য 'গায়রুল্লাহর নামে জবাহ' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিয়া দিন, যাহাতে এই মাসয়ালাটি সুন্দর ভাবে পরিস্কার হইয়া যায়।

**উত্তর ঃ-** بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم -

# কয়েকটি আয়াত

১। "انماحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزئر وما اهل به لغيراللّٰه"

তিনি তোমাদের প্রতি হারাম করিয়াছেন - মুর্দার, রক্ত, শুকরের মাংস ও সেই পশু যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে। (সুরাহ বাকারাহ, পারাহ ২ আয়াত ১৭৩)

২। "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزئر وما اهل به لغيراللّٰه"

তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে - মুর্দার, রক্ত, শুকরের মাংস

ও সেই পশু যাহার জবাহ্ করিবার সময়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। (পারাহ ৬, সূরাহ মায়েদাহ, আয়াত - ৩)

৩। " اوفسقا اهل لغير الله به " অথবা সেই অবাধ্যতার পশু, যেটির জবাহ্ করিবার সময়ে আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করা হয় নাই। (পারাহ ৮, সূরাহ আনয়াম, আয়াত ১৪৬)

৪। " وما اهل لغير اللّٰه به " এবং সেই পশু, যাহার জবাহ করিবার সময়ে গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। (পারাহ ১৪, সূরাহ নামাল, আয়াত - ১১৫)

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ্ করাকে হারাম বলা হইয়াছে। এখন কোরয়ান পাকে যে

" وما اهل به لغير اللّٰه "

(আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ্ করা) রহিয়াছে, ইহার সঠিক অর্থ কি! ইহা জানিবার জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি দেখুন -

মুফরাদাতে রাগিব ইসপেহানী মিশরী ছাপা ৫৬৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে

" قوله وما اهل به لغير اللّٰه اى ما ذكر عليه غير اسم اللّٰه وهو ما كان يذبح لاجل الاصنام "

অর্থাৎ তাহা হইল যাহার উপরে গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। ইহা হইল সেই পশু যাহা দেবতাগুলির জন্য জবাহ্ করা হইত।

তাফসীরে জালা লাইন দ্বিতীয় পারাহ পঞ্চম রুকুতে রহিয়াছে -

" وما اهل لغير اللّٰه اى ذبح علىٰ اسم غيره والاهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لالهتهم "

অর্থাৎ যাহা গায়রুল্লাহর নামে জবাহ করা হইয়াছে। 'ইহলাল' শব্দের অর্থ হইল উচ্চস্বরে বলা। মুশরিকরা তাহাদের দেবতাগুলির জন্য জবাহ করিবার সময়ে (তাহাদের নাম) উচ্চ স্বরে বলিত।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাদারিকের মধ্যে বলা হইয়াছে -

" وما اهل به لغير الله اى ذبح للاصنام فذكر عليه غير اسم الله و اصل الاهلال رفع الصوت اى رفع به الصوت للصنم وذالك قول اهل الجاهلية باسم اللات والغرى"

অর্থাৎ যাহা ঠাকুরগুলির জন্য জবাহ করা হইয়াছে এবং উহার উপরে গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। আসলে 'ইহলাল' اهلال শব্দের অর্থ হইল উচ্চ শব্দ করা অর্থাৎ উচ্চ শব্দে ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং ইহা হইল জাহিলিয়াতের যুগে লাত ও উয্যার নাম উচ্চারণ করা। লাত ও উয্যা হইল মুশরিকদের ঠাকুরগুলির নাম। সেগুলির জন্য যে পশু উৎসর্গ করিত সেগুলির উপরে লাত ও উয্যা বলিয়া চিৎকার করিত।

তাফসীরে লুবাবু ওাবীল প্রথম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

" وما اهل به لغير الله وما ذبح للاصنام والطواغيت و اصل الاهلال رفع الصوت وذالك انهم كانوا يرفعون اصواتهم بذكر الهتهم اذا ذبحوالها"

অর্থাৎ যাহা ঠাকুরগুলি ও বাতিল উপাস্যগুলির জন্য জবাহ করা হইয়াছে। 'ইহলাল' শব্দের আসল অর্থ হইল উচ্চ শব্দ করা। আর এই কথাটি হইল এইরূপ যে, মুশরিকরা তাহাদের উপাস্য (ঠাকুর) গুলির জন্য যখন জবাহ করিত তখন সেগুলির নাম উচ্চস্বরে বলিত।

তাফসীরে আল্লামা আবী সাউদ দ্বিতীয় খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে

"وماهل لغير الله اى رفع به الصوت عند ذبحه للصنم"

অর্থাৎ যাহা ঠাকুরের জন্য জবাহ করিবার সময়ে (ঠাকুরের নাম) উচ্চস্বরে বলা হইয়াছে।

তাফসীরে কাবীর দ্বিতীয় খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

"فمتعنى قوله وماهل به لغير الله يعنى ماذبح للاصنام وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وقال ربيع ابن انس وابن زيد يعنى ماذكر عليه غير اسم الله وهذا القول اولىٰ لانه اشد مطابقة للفظ"

অর্থাৎ ঠাকুরগুলির নামে জবাহ করা হইয়াছে। ইহা হইল মুজাহিদ, জাহ্হাক ও কাতদার উক্তি। রাবী ইবনো আনাস ও ইবনো যায়েদ বলিয়াছেন- যাহার উপরে গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। এই উক্তিটি সর্বাধিক উত্তম। কারণ, ইহাতে বেশি শাব্দিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

এই সমস্ত বিশ্বস্ত তাফসীরগুলি থেকে প্রমান হইয়াছে যে, জবাহ করিবার সময়ে যে পশুর প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে তাহা খাওয়া হারাম যেমন আরবের মুশরিকরা ঠাকুরগুলির জন্য কোরবানীর পশুগুলিকে সেগুলির নাম নিয়া জবাহ করিত। যে পশুর জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয় নাই, যদি তাহা সারা জীবন অন্যের নামে রাখা হইয়া থাকে, যথা - এইরূপ বলিয়াছে যে যায়েদের গাভী, আব্দুর রহমানের দুম্বা, আকীকার খাসী, ওলীমার ভেড়া কিন্তু জবাহ করিবার সময়ে 'বিসমিল্লিহি আল্লাহু আকবার' বলা হইয়াছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহার নাম নেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে তাহা হইল হালাল পবিত্র। ইহা - وماهل به لغير الله এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাত কোরআন পাকে ঘোষণা করিয়াছেন -

" ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق "

এবং তাহা খাইওনা যাহার উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নাই। এবং নিশ্চয় ইহা হইল হুকুম অমান্য। (পারাহ ৮ রুকু ১)

অবশ্য যাহার উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহর নামে জবাহ করা হইয়াছে তাহা কে হারাম করিবে! আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিতেছেন -

" فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بایاته مومنين "

তোমরা তাহা থেকে খাও যাহার উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হইয়াছে যদি তোমরা তাহার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করিয়া থাকো। (পারাহ ৮ রুকু ১) ইহার পরের আয়াতে বলিয়াছেন -

" ومالكم الاتاكلوا مما ذكر اسم الله عليه

অনুবাদ - এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তাহা থেকে ভক্ষন করিবে না যাহার উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হইয়াছে।

তাফসীরে আহমাদী কলিকাতায় ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

" ومااهل به لغير الله معناه ذبح به اسم
غير الله مثل لات و عزّى واسماء الانبياء
وغير ذالك فان افرد به اسم غير الله
اوذكر معه اسم الله عطفا بان يقول باسم الله و
محمد رسول الله بالجرّحرم الذبيحة وان
ذكر معه مو صولا لا معطوفا بان يقول باسم
الله محمد رسول الله كره ولا يحرم وان ذكر
مفصولا بان يقول قبل التسمية وقبل ان

يضجع الذبيحة اوبعده لاباس به هكذا فى الهدايه ومن ههنا علم ان البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم فى زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا ينذرونها "

অর্থাৎ وما اهل به لغير الله এর অর্থ হইল ইহাই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে। যথা - লাত ও উয্যা ইত্যাদি ঠাকুরগুলির নামে জবাহ করা হইয়াছে অথবা আম্বিয়ায় কিরাম আলাইহিমুস সালাম ইত্যাদিদের নামে জবাহ করা হইয়াছে। তবে যদি কেবল গায়রুল্লাহর নামে জবাহ করা হইয়া থাকে অথবা আল্লাহর নামের সহিত যুক্ত করিয়া অন্যের নাম এই প্রকারে উচ্চারণ করা হইয়া থাকে - বিস্‌মিল্লাহি অ মুহাম্মাদির রসূলিল্লাহ, মোহাম্মাদ শব্দের শেষে জের দিয়া যুক্ত করিলে পশু হারাম হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ বলা হইয়া থাকে - বিস্‌মিল্লাহি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, তাহা হইলে মাকরূহ হইবে, হারাম হইবে না। আর যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম পৃথক ভাবে এই প্রকারে পাঠ করিয়া থাকে যে, বিসমিল্লাহ বলিবার পূর্বে পশুকে শোয়াইবার আগে অথবা পরে গায়রুল্লাহর নাম নিয়াছে, তাহা হইলে কোনো দোষ নাই। এই প্রকার হিদাইয়া কিতাবে রহিয়াছে। এখান থেকে বুঝা গেল যে, যে গাভী আউলিয়ায় কিরাম দিগের জন্য মান্নত করা হইয়া থাকে, যেমন আমাদের যুগে রেওয়াজ রহিয়াছে , তাহা হইল হালাল। কারণ, জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয় নাই যদিও তাহাদের জন্য মান্নত করা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে দিবালোকের ন্যায় জানা গিয়াছে যে, সেই পশু হারাম যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে এবং জবাহ করিবার সময়ে গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। ইহা

ছাড়া অন্য কোন জিনিষকে এই আয়াত হারাম করিয়া থাকে না। না আমার আম, যে আমারে উপরে সব সময়ে আমার নাম উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, না অন্য কোন জিনিষ, যাহা অন্য কাহার নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে, না সেই জবাহকৃত পশু যাহার উপরে জবাহ করিবার পূর্বে অথবা পরে অন্যের নাম নেওয়া হইয়াছে, এমনকি জবাহ করিবার স্থানে খাস কোরবানীর দিন যদি এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, প্রথমে আব্দুর রবের গাভী জবাহ হইবে, তারপর আব্দুল কারীমের, তারপর রসূল বখশের এবং ইহার পরে সেই গাভীগুলি কেবল - بسم الله الله اكبر

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইল হালাল। কোরবানী হইল কবুল। বহু হাদীস থেকে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব, ফাতিহা, নিয়াজ সাদকা ও খয়রাত ইত্যাদিকে 'অমা উহিল্লা বিহি লি গায়রুল্লাহ - - وماهل به لغير الله এর মধ্যে গন্য করা কোরয়ান পাকের অর্থকে বিকৃত করা এবং সমস্ত নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলির বিরোধীতা করা হইবে এবং ভুল হইবে (ক) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

---

(ক) প্রিয় পাঠক! শেষে সহজে বুঝিয়া নিন - দুর্গা কিংবা কালীর নামে রাখিয়া দেওয়া খাসী যদি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করা হইয়া থেকে, তাহা হইলে তাহা খাওয়া হালাল হইবে। আর যদি কোরবানীর জন্য রাখিয়া দেওয়া খাসীকে দূর্গা কিংবা কালী বলিয়া জবাহ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা খাওয়া হারাম হইবে। মোট কথা হালাল ও হারাম হওয়া নির্ভর করিয়া থাকে জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহ অথবা গায়রুল্লাহ এর নাম উচ্চারণ করা। আল্লাহর নাম নিয়া জবাহ করিলে হালাল হইবে এবং অন্যের নাম নিয়া জবাহ করিলে হারাম হইবে। খাজা বাবা কিংবা দাতা বাবা বলিয়া জবাহ করিলে তারা হারাম হইবে। নিশ্চয় এই প্রকারে কেহ জবাহ করিয়া থাকে না। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib



# প্রশ্ন নং - ২

আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারে যাওয়া এবং ফুল, শিরিনী, আত্বর ও চাদর দেওয়া এবং আগরবাতি জ্বালানো, তাহাদের নিকটে সাহায্য চাওয়া কোরয়ান ও হাদীস থেকে প্রমানিত কিনা?

**উত্তর** ঃ-কবরগুলি যিয়ারত করিবার জন্য যাওয়া সুন্নাত। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে রহিয়াছে -

عن ابى هريرة قال زار النبى ﷺ قبر امه -

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার মোহতারমা মাতার কবর যিয়ারত করিয়াছেন। (মিশকাত ১৫৪ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ উহুদ প্রান্তের শহীদগণের মাজার গুলিতে এবং অন্য কবরগুলি যিয়ারতের জন্য হুজূর পাকের শুভাগমন করা অনেক হাদীস থেকে প্রমানিত এবং হুজুর পাক যিয়ারত করিবার নির্দেশও দিয়াছেন। হাদীস শরীফে রহিয়াছে - " فزروالبور فانها تذكر الموت " তোমরা কবরগুলি যিয়ারত করো। ইহাতে মরনের কথা স্মরন হইয়া থাকে।

## -ঃ কবরে ফুল দেওয়া ঃ-

ফুল হইল উদ্ভিদ জাতীয় তাজা জিনিষ। যতক্ষণ তাজা থাকে ততক্ষণ জীবিত থাকে এবং আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন -

وان من شيئى الا يسبح بحمده

সমস্ত জিনিষ আল্লাহর প্রসংশার্থে তাসবীহ পাঠ করিয়া থাকে এবং উহার তাসবীহ পাঠে করববাসীর শান্তি হইয়া থাকে।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি তাজা শাখা পুঁতিয়া দিয়াছেন। বেখারী, মোসলিম এর হাদীসে রহিয়াছে -

pdf By Syed Mostafa Sakib



ثم اخذ جريدة فشقها بنصفين ثم غرز فى

كل قبر واحدة -

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি তাজা খেজুরের শাখা নিয়া দুই ভাগ করতঃ প্রত্যেক কবরে একটি করিয়া পুঁতিয়া দিয়াছেন। (মিশকাত শরীফ ৪২ পৃষ্ঠা)

উলামায় কিরাম এই হাদীস থেকে কবরে তাজা জিনিষ ও ফুল দেওয়ার দলীল গ্রহন করিয়াছেন। হজরত শায়েখ আব্দুল হক্ক মোহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন -

وتمسک کنند اس جماعت باس حدیث دار نداختن سبزه

وگل ریحان برقبور

উলামায় কিরাম এই হাদীস থেকে কবরগুলির উপরে তাজা লতাপাতা, ফুল ও খোশবু দেওয়ার দলীল গ্রহন করিয়াছেন। (আশয়াতুল লোময়াত প্রথম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

"قد افتى بعض الائمة من متاخرى

اصحابنا بان ما اعتيد من وضع الريحان

والجريد سنة لهذ الحديث"

আমাদের কিছু পরবর্তী ইমামগণ ফতওয়া দিয়াছেন যে, আমাদের যুগে কবরগুলির উপরে ফুল ও তাজা শাখা দেওয়ার যে রেওয়াজ রহিয়াছে তাহা সুন্নাত এবং খেজুর শাখার হাদীস থেকে প্রমানিত। এই মসলাতে বিস্তারিত বিবরণ আমার কিতাব 'ফারাইদুন্নুর' এর মধ্যে রহিয়াছে।

# শিরনী, আত্বর, লোবান উদ আগরবাতী ইত্যাদি সুগন্ধাদি

মাজারের ফকীরদের জন্য শিরনী এবং যিয়ারতকারীদের আরাম ও কোরয়ান মাজীদ তিলাওয়াতের সম্মানের জন্য সুগন্ধময় জিনিষগুলি

কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া জায়েজ। এই জিনিষগুলি মুর্দার জন্য নয়, বরং সেখানকার যিয়ারতকারী, উপস্থিত ও ফকীরদের জন্য হইয়া থাকে এবং যাহাতে কাহার আরম পৌছিয়া থাকে তাহা আল্লাহর জন্য ব্যয় করা হইল সাদকা। সাদকাগুলি থেকে মুর্দাদের সওয়াব পৌছানো বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং ইহা আহলে সুন্নাতের মাযহাব।

" عن انس انه سال رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله (ﷺ) انا تنصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذالك اليهم فقال نعم انه يصل و يفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدى اليه رواه ابوحفص العكبرى فللانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره عند اهل السنة الجماعة صلاة كان اوصوما اوحجا او صدقة او قرأة القرأن او الاذكارا وغير ذالك من انواع البرّ ويصل ذالك الى الميت وينفعه قاله الذيلعى فى باب الحج عن الغير "

অনুবাদ - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - আমরা আমাদের মুর্দাদের জন্য সাদকা দিয়া থাকি, তাহাদের জন্য হজ্ করিয়া থাকি। এইগুলি কি তাহাদের পৌছিয়া থাকে? তিনি বলিয়াছেন - অবশ্যই পৌছিয়া থাকে এবং ইহাতে তাহারা খুশি হইয়া থাকে। যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ কাহার নিকট থেকে এক প্লেট উপঢৌকন পাইয়া খুশি হইয়া থাকে। এই হাদীসটি আবু হাফস আবকারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা থেকে প্রমান হইয়াছে যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে নিজের আমলের সওয়াব অন্যকে দিতে পারে। ইহা হইল আহলে সুন্নাতের অভিমত; চাই সেই আমল নামাজ হউক অথবা রোজা কিংবা হজ্ হউক অথবা সাদকা অথবা কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত হউক অথবা জিকির কিংবা এইগুলি ছাড়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য নেককাজগুলি; এইগুলি মুর্দার পৌঁছিয়া থাকে এবং তাহার উপকার হইয়া থাকে। জায়লায়ী অন্যের পক্ষ থেকে হজ্ করিবার বিবরণে ইহা লিখিয়াছেন। (মারাকিল ফালাহ শারহে নুরুল ইজাহ ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

# কবরে চাদর দেওয়া

বুজর্গদিগের মাজারে এই উদ্দেশ্যে চাদর দেওয়া হইয়া থাকে যে, সাধারণ মানুষদের নজরে তাহাদের সম্মান হইবে এবং যিয়ারত কারীগণ আদবের সহিত উপস্থিত হইবে। ইহা জায়েজ।

রদ্দল মুহতার পঞ্চম খণ্ড ২৩৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

”كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب علىٰ قبور الصالحين والاولياء قال فى فتاوٰى الحجة وتكره الستور القبور وآه ولكن نحن نقول الأن اذاقصدبه التعظيم فى عيون العامة حتى لايحتقروا صاحب القبر وبحله الشوع والادب للغافلين الزائرين فهوجائز لان الاعمال بالنيات“

অনুবাদ - একাংশ ফকীহ সালেহীন ও আউলিয়ায় কিরামদিগের কবরগুলির উপরে পরদা, পাগড়ী ও কাপড় দেওয়া মাকরূহ লিখিয়াছেন। ফাতাওয়ায় হুজ্জাহ এর মধ্যে বলিয়াছেন - কবরগুলির উপরে পরদা দেওয়া মাকরূহ। কিন্তু আমি বলিতেছি যে, যখন সাধারণ মানুষের নজরে কবরবাসীর প্রতি সম্মান উদ্দেশ্য যে, যাহাতে তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া না থাকে এবং অজ্ঞ যিয়ারতকারীর আদব ও ইখলাস উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তাহা হইলে জায়েজ। কারণ, সমস্ত আমল নিয়াতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# সাহায্য চাওয়া

আল্লাহ তায়ালার মাকবূল বান্দাদের দরবারে সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহর দরবারে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণের জন্য তাহাদিগকে অসীলা বানানো জায়েজ। হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে ফতহুল আজীজের মধ্যে লিখিয়াছেন -

"باید دانست کہ استعانت از غیر بوجے کہ اعتماد بر واں غیر باشد واو را مظہر عون الٰہی ندانند حرام است واگر التفات محض بجانب حق است واو را یکے از مظاہر عون الٰہی دانستہ وبکار خانہ اسباب وحکمت او تعالیٰ دراں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نمانند دور از عرفان نخواہد بود ودر شرع نیز جائز رواست و انبیاء واولیا ایں نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نسیت بلکہ استعانت بحضرت حق است لاغیر"

অনুবাদ – জানা উচিত যে, (আল্লাহ ছাড়া) অন্যের কাছে এই প্রকারে সাহায্য চাওয়া যে; তাহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এবং তাহাকে স্বয়ং সম্পন্ন মনে করা হারাম হইবে। আর যদি ধরাণা আল্লাহর প্রতি থাকে এবং গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাহায্যের বিকাশস্থল মনে করিয়া সাহায্য চাহিয়া থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার কারখানার হিকমাতের দিকে নজর করিয়া গায়রুল্লাহর নিকট থেকে জাহিরী ভাবে সাহায্য চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা মা'রেফাত বিরোধী হইবে না এবং শরীয়তেও জায়েজ ও উত্তম কাজ হইবে। আম্বিয়া ও আউলিয়ায় কিরামও এই প্রকার সাহায্য নিয়াছেন। ইহা প্রকৃত পক্ষে গায়রুল্লাহর থেকে সাহায্য নেওয়া নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার থেকে সাহায্য নেওয়া।



pdf By Syed Mostafa Sakib

হিস্নে হাসীনের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে -

"وان ارادعونا فليقل يا عبادالله اعينونى

يا عبادالله اعينونى يا عبادالله اعينونى"

অনুবাদ - আর যদি সাহায্য চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার বলিবে যে, হে আল্লাহর বান্দাগন! আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহর বান্দাগন! আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহর বান্দাগন! আমাকে সাহায্য করো। (পৃষ্ঠা ২০২)

হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বোস্তানুল মুহাদ্দিসীনের মধ্যে শায়েখ আবুল আব্বাস আহমাদ যারুক রহমা তুল্লাহি আলাইহির এই কবিতাগুলি নকল করিয়াছেন -

انا لمريدى جامع لشتاته

اذا ماسطاجور الزمان بنكبة

وان كنت فى ضيق وكرب وا وحشة

فنادبيازروق ات بسرعة

আমি আমার মুরীদের চঞ্চল্যবস্থায়, দিলের শান্তি দাতা যখন জামানার দুরাবস্থা তাহার প্রতি আক্রমন কারী হইবে। যদি তুমি বিপদে ও ভয়ে হে রাজূক! বলিয়া আওয়াজ দিয়া থাকো, তাহা হইলে আমি শীঘ্র চলিয়া আসিব।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জামানার পূর্বে আহলে কিতাবদের কথা কোরয়ান পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের বিপদে ও উদ্দেশ্যে পূর্ণের জন্য হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া দোয়া করিত -

"وكانوا من قبل يستفتحون على الذين

كفروا"

তাহারা (হুজূর পাকের শুভাগমনের) পূর্বে কাফেরদের প্রতি (জয় লাভের) দুয়া করিত।

## প্রশ্ন নং - ৩

মীলাদ শরীফ, যাহাতে বিলাদাতের বিবরণ এবং বিলাদাতের বিবরণের সময় কিয়াম করা হইয়া থাকে এবং শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়া থাকে, তাহা জায়েজ অথবা নাজায়েজ?

**উত্তর ঃ-** মীলাদ শরীফের মাহফিল জায়েজ এবং বর্কাত হইয়া থাকে। কারণ, ইহা হইল হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জিকির। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে -

"روى ابوسعيد الخدرى ان النبى ﷺ قال اتانى جبرئيل فقال ان ربى وربک يقول اتدرى كيف رفعت لک ذكرا قلت الله و رسوله اعلم قال اذذكرت ذكرت معى قال ابن عطاء جعلت تمام الايمان بذكرى معاك وقال ايضاً جعلتک ذكراً من ذكرى فمن ذكرك ذكرنى"

অনুবাদ - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহ আনহু বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার দরবারে হাজির হইয়া আবেদন করিয়াছেন, আমার ও আপনার প্রতিপালক বলিতেছেন - তুমি কি জানো যে, আমি কি প্রকারে তোমার জিকিরকে উচ্চ করিয়াছি? আমি বলিয়াছি, আল্লাহ ও তাহার রসূল বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন - যখন আমার জিকির করা হইয়া থাকে তখন আমার সঙ্গে তোমার জিকির করা হইয়া থাকে। হজরত ইবনো আত্বা ইহার অর্থে বলিয়াছেন - আমি ইহাকে



pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্ণ ঈমান বলিয়া গন্য করিয়াছি যে, আমার জিকির তোমার সঙ্গে হইবে। এবং ইবনো আত্বা ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি তোমাকে আমার জিকিরের মধ্যে একটি জিকির করিয়াছি। সূতরাং যে তোমার জিকির করিয়াছে সে আমার জিকির করিয়াছে।

আর সাইয়েদুল আম্বিয়া মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের বিবরণ কোরয়ান পাকের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হইয়াছে। কোন স্থানে বলা হইয়াছে -

" لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم "

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রসূল আগমন করিয়াছেন যাহার কাছে তোমাদের কষ্টে পড়িয়া যাওয়াই কষ্টকর, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুসলমানদের প্রতি অতি দয়ালু দয়াবান।

কোন জায়গায় বলিয়াছেন -

" قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين "

নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আল্লাহর তরফ থেকে নূর ও প্রকাশ্য কিতাব আসিয়াছে। কোন জায়গায় বলিয়াছেন -

" لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم "

অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন যখন তাহাদের মধ্যে থেকে তাহাদের ভিতর একজন রসূল প্রেরন করিয়াছেন। কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে -

هو الذيبعث فى الاميين رسولا منهم -

তিনি উম্মীদের মধ্যে তাহাদের থেকে একজন রসূল প্রেরন



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছেন।

মোটকথা, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বিশেষণে পৃথক পৃথক ভাবধারায় ও প্রসংশার সহিত হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের বিবরণ রহিয়াছে। যে হাবীবের শুভাগমনের বিবরণ এত গুরুত্ব সহকারে কোরয়ান পাকের মধ্যে রহিয়াছে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগনও তাঁহার পবিত্র বিলাদাতের শুভ সংবাদ শুনাইতে ছিলেন, যেমন কোরয়ান পাকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি খাতিমুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের শুভসংবাদ দিয়াছেন

" مبشر ابرسول ياتى من بعدى اسمه احمد

আমার পরে একজন রসূল আসিবেন যাহার নাম হইবে আহমাদ।

ইহার পরে কোন্ মুসলমান রহিয়াছে যে, হুজূর পাকের জিকির ও শুভাগমনের মাহফিল শরীফ জায়েজ হইবার ব্যাপারে দ্বিমত করিবে অথবা তাহা বিদয়াত ও অপছন্দ করিতে পারে! হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মীলাদ শরীফের বর্ণনা তো এখনই আয়াত পাকে বর্ণিত হইয়াছে, তবে কি এই প্রকার আমল বিদয়াত হইয়া থাকে যাহা কোরয়ান পাকে রহিয়াছে, এবং আম্বিয়ায় কিরাম করিয়া আসিয়াছেন! বরং প্রত্যেক নবীর বিলাদাতের বিবরণ হইল বর্কাতের কারণ। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন, আম্বিয়ায় কিরামদিগের শুভাগমন সম্পর্কে আলোচনা করিরে। এই কথা কোরয়ান পাকে বর্ণিত হইয়াছে -

" واذ قال موسىٰ لقومه ياقوم
اذكروا نعمة الله عليكم اذجعل فيكم انبياء"

আর যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন, আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরন করো যাহা তোমাদের প্রতি রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে পয়দা করিয়াছেন।

এই প্রকাশ্য আয়াতগুলি থাকা সত্ত্বেও কোন্ মুসলমান এমন থাকিবে যে, মীলাদ শরীফের মসলিস জায়েজ হওয়াতে সন্দেহ করিতে পারে! এইবার হইল মীলাদ শরীফের সময়ে কিয়াম করা। ইহা তো একটি প্রকাশ্য কথা যে, পবিত্র শুভাগমনের বিবরণের জন্য তা'জীম এবং কোনো ব্যক্তি এই কথা বলিতে পারে না যে, তা'জীম ছাড়া কিয়ামের কোনো দলীল হইতে পারে? তা'জীমের জন্য কোরয়ান পাকের মধ্যে ঘোষণা হইয়াছে - "وتعزروه وتوقروه"

অর্থাৎ হুজূর পাককে তা'জীম ও সম্মান করো। সূতরাং যখন হুজূর পাকের তা'জীম ও সম্মানের নির্দেশ রহিয়াছে তখন সম্মানের কিয়াম প্রকৃত পক্ষে খোদায়ী নির্দেশ অনুয়ায়ী হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কোনো দ্বীনী আনন্দের জন্য কিয়াম করা সাহাবদিগেরও সুন্নাত। যেমন হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লহু আনহুর নিকট থেকে একটি মসলা শুনিবার শওকে কিয়াম করিয়াছিলেন -

" قلت تو فى اللّٰه تعالى نبيه ﷺ قبل ان
نسئله نجات هذا الامر قال ابوبكر قد
سئلته عن ذالك فقمت اليه "

অর্থাৎ হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু বলিতেছেন, আমি হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট আবেদন করিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীকে তফাত দিয়াছেন তাঁহাকে এই বিষয়ের নাজাত সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার পূর্বে হজরত আবু বাকার বলিয়াছেন - আমি ইহা সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিয়াছি। (হজরত উসমান গনী বলিয়াছেন - ইহা শ্রবণ করিয়া) আমি দাঁড়াইয়া গিয়াছি।

ইহা থেকে জানা গেল যে, কোনো সুন্দর বর্ণনা এবং পছন্দনীয় বিবরণ শ্রবণ করিবার শওকে দাঁড়াইয়া যাওয়া হইল আল্লাহর রসূলের সাহাবাগনের মধ্যে একজন সত্য খলীফার সুন্নাত। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি



pdf By Syed Mostafa Sakib

অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرشدين -

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার সুন্নাত মজবুত করিয়া ধরা জরুরী এবং খোলাফায়ে রাশীদীগনের সুন্নাতকে ধরাও জরুরী।

হাদীসের নির্দেশানুযায়ী হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর কাজটিও আমাদের জন্য সুন্নাত। তিনি হইলেন আমাদের দ্বীনের একজন মহামান্য ইমাম। কিন্তু আরো বড় কথা হইল যে, তাঁহার এই পবিত্র কাজটি হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুমার সম্মুখে হইয়াছে। সুতরাং এই কাজটির ব্যাপারে এই দুইজন সাহাবারও সম্মতি রহিয়াছে। এই হাদীস থেকে শ্রোতাবৃন্দের কিয়ামও প্রমান হইয়াছে এবং হাদীস শরীফে রহিয়াছে স্বয়ং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিম্বার শরীফে দাঁড়াইয়া নিজের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছে।

## হাদীস

" فقام النبى ﷺ على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب انّ الله خلق الخلق فجعلنى فى خير هم (الى ان قال) فاناخيرهم نفسا وخيرهم بيتا " (رواه الترمذى ، مشكوٰة ٣١٥)

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন - আমি কে? সাহাবায় কিরাম বলিয়াছেন - আপনি আল্লাহর রসূল। হুজূর পাক বলিয়াছেন - আমি হইলাম আব্দুল মুওলিব ইবনো আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মাদ। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন। সূতরাং আমাকে তাহাদের মধ্যে উত্তম করিয়াছেন ..... সুতরাং আমি প্রাণের

দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঘরের দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠ। (তিরমিজী, মিশকাত ৫১৩ পৃষ্ঠা)

# মিষ্টান্ন বিতরণ

প্রকাশ থাকে যে, ইহা হইল একটি নেকীর কাজ যে, মুসলমানকে উপঢৌকন দেওয়া তাহাদের মজলিসে কোন জিনিষ বিতরণ করা কোন প্রশ্নের কথা নয়। বোখারী খতম হইলে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইসলামী মাদ্রাসাগুলিতে ইহার প্রচলন হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপরে সমস্ত আলেমদের আমল রহিয়াছে। এ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকে না। কিন্তু মীলাদ শরীফের মজলিসের কিছু এমনই বৈশিষ্ট রহিয়াছে যে, যাহার জন্য খুব খোঁজ খবর নেওয়া হইয়া থাকে। তবে আল্লাহর প্রসংশা যে, কোন উত্তম জিনিষের জিকিরের পরে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিতরণ করা, ইহাও দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুর সুন্নাত। তিনি সূরাহ বাকারাহ শরীফ খতম করিয়া উট জবাহ করতঃ এবং তাহা রান্না করিয়া বড় বড় সাহাবাগনকে খাওয়াইয়াছেন - রাদী আল্লাহু আনহুম।

"بیہقی در شعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ بقر را بحقائق آں درمدت دوازدہ سال خواندہ فارغ شدند وروز ختم شتر ے را کشتہ طعام وافر پختہ یاران حضرت پیغمبر خورانیدند"

অনুবাদ - ইমাম বায়হাকী শুয়াবুল ইমানের মধ্যে হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আমীরুল মুমিনীন উমার রাদী আল্লাহু আনহু সূরাহ বাকারাহকে পূর্ণ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সহ বার বৎসরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তখন তিনি খতম করিবার দিন একটি উট জবাহ করতঃ ব্যাপক পরিমানে খাদ্য পাকাইয়া হুজূর পাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনকে খাওয়াইয়া ছিলেন।

ইহা থেকে প্রমান হইল যে ভাল জিনিষ জিকিরের পরে দ্বীনী আনন্দের জন্য কিছু বিতরণ করা ও খাদ্য খাওয়ানো হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর সুন্নাত। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার যে, মীলাদ শরীফের মসলা সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের জবাব নির্ভরযোগ্য দলীলাদি দ্বারা পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

## প্রশ্ন নং - ৪

এগারই, বারই, তেরই ইত্যাদি দিনগুলিতে বুজর্গানে দ্বীনদের জন্য মিষ্টান্ন কিংবা কোন খাদ্যের উপরে ফাতিহা কবিরার জন্য সামনে রাখিয়া কোরয়ান শরীফ ও দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ হাত উঠাইয়া দোয়া করা; ইহা সাধারণ মুসলমানদের খাওয়া জায়েজ রহিয়াছে কিনা?

**উত্তর** ঃ–দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে মারাকীল ফালাহ থেকে যে হাদীস নকল করা হইয়াছে এবং আহলে সুন্নাতের মাযহাব বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার সারাংশ হইল যে, প্রত্যেক ইবাদাত চাই দৈহিক হউক অথবা মালী কিংবা সাদকা হউক অথবা তিলাওয়াতে কোরয়ান কিংবা জিকির সব কিছুরই সওয়াব মুর্দাদের পৌছিয়া থাকে। এগারই বারই তেরই অথবা তৃতীয় দশম ও চল্লিশ অথবা কোন উরূস; সব কিছুতে খানা খাওয়ানো, সাদকা করা, কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত ও আল্লাহর জিকির করা হইয়া থাকে এবং সেগুলির সওয়াব বুজর্গানে দ্বীন ও মুর্দাদের রূহের জন্য পৌছানো হইয়া থাকে। উপরে বর্ণিত বাক্যগুলি এবং সেই হাদীস থেকে যাহা এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে তাহা থেকে এই জিনিষগুলি জায়েজ, উপকারী ও রূহগুলির জন্য খুশির কারণ বলিয়া প্রমান হইয়াছে। এখন থাকিল সামনে রাখিয়া দেওয়া। এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল একটি আশ্চর্য বিষয়। খাদ্য তো সামনে রাখিবার জিনিষ। কোন ব্যক্তির নিকটে পিছনে রাখিবার প্রমান

থাকে, তাহা হইলে সেই ইহার বিরোধীতা করিতে পারিবে। যে জিনিষ আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার জন্য সামনে আনা হইয়া থাকে, এই প্রকার সামনে আনা হইল মালিকানা দেওয়ার জন্য, যাহাতে অধিকার প্রমাণিত হইয়া যায়, যাহা হইল সাদকা ও হিবার জন্য জরুরী। দুর্রে মুখতারের মধ্যে রহিয়াছে

" والصدقه كالهبة يجامع التبرع وحينئذ لاتصح غير مقبوضة

সাদকা হইল হিবার ন্যায় কোন জিনিষ কাহার দান করা এবং ইহা যতক্ষণ কাহার কবজায় দেওয়া হইয়া থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হইবে না।

অতএব, সাদকাহ সঠিক করিবার জন্য সামনে আনা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইল্মে ফিকাহ জ্ঞাত রহিয়াছে সে এই প্রকার প্রশ্ন করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও খাইবার পুর্বে হাত তুলিয়া দোয়া করা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে প্রমাণিত। আবু দাউদ শরীফের হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে -

" ثم رفع رسول الله ﷺ يديه وهو يقول اللهم اجعل صلوٰتك على ال سعد ابن عبادة قال ثم اصاب رسول الله ﷺ من الطعام "

অর্থাৎ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাত উঠাইয়া দোয়া করিয়াছেন, তারপর আহার করিয়াছেন।

আর ইহা কোন্ মুসলমান জ্ঞাত নয় যে, খাওয়া আরম্ভ করিবার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা উচিত। তবে কি 'বিসমিল্লাহ' কোরয়ান নয় অথবা 'বিসমিল্লাহ' পড়িবার সময়ে খাদ্য সামনে থেকে হঠাইয়া দেওয়া শরীয়ত পাক জরুরী করিয়া দিয়াছে! নাউজু বিল্লাহ!



pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরয়ান পাকের তিলাওয়াতে বর্কাত হাসেল হইয়া থাকে, সাদকা হইল একটি নেকী। তিলাওয়াত দ্বিতীয় নেকী। নেকীর সহিত নেকী মিলানোয় নেকী বেশি হইয়া থাকে। আর দোয়াতে হাত উঠানো, ইহা হইল দোয়ার সুন্নাত। বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আপন দোয়াগুলিতে হাত উঠাইতেন। এই হাত কিছু চাহিবার জন্য দরবারে ইলাহীতে পাতিয়া দেওয়া। বান্দার হইল সৌভাগ্য এবং তাহার চাওয়াতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালার বান্দা যখন তাহার সামনে হাত প্রশস্ত করিয়া চাহিয়া থাকে তখন তাহাকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার শরম আসিয়া থাকে -

"قال رسول الله ﷺ ان ربكم حيى كريم يستحى من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا"

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমাদের প্রতিপালক হইলেন মহা সম্মানী চিরঞ্জীব, তিনি বান্দার থেকে লজ্জা করিয়া থাকেন যে, যখন বান্দা তাহার নিকটে দুই হাত তুলিয়া থাকে তখন তাহার হাত দুইটি খালি ফেরৎ দেওয়া। (হাদীসটি ইমাম তিরমিজী, আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন, মিশকাত ১৯৫ পৃষ্ঠা)

ইসালে সওয়াবের জন্য যে খরচ করা হইয়া থাকে তাহা হইল নফল সাদকা এবং নফল সাদকার খানা গরীব ও ধনী সবার জন্য জায়েজ। ফাতাওয়ায় আজীজিয়ার মধ্যে রহিয়াছে -

"واگر مالیدہ وشیر برنج بر فاتحہ برزگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پختہ بخورند مضائقہ نیست"

অর্থাৎ কোন বুজর্গের ফাতিহা করিবার জন্য যদি তাহার রূহের সওয়াব পৌছানোর নিয়াতে মালিদা তৈরী করিয়া খাওয়াইয়া থাকে, তাহাতে দোষ

নাই। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী সাহেব এই ফাতাওয়ার মধ্যে বলিতেছেন -

"واگر مایدہ وشیر برنج بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پختہ بخورند مضائقہ نیست"

অর্থাৎ যদি কোন বুজর্গের নামে ফাতিহা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনী ব্যক্তিদেরও তাহা খাওয়া জায়েজ হইবে। শেষ কথা ইহাই হইল যে, সাদকা ধনীদের জন্য হেবা হইয়া যাইবে। যেমন রদ্দুল মোহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে - ان الصدقة على الغنى هبة ধনীর প্রতি সাদকা হইল হিবা। শরীয়তে হিবা হইল জায়েজ ও উত্তম এবং মুসলমানদের মধ্যে অধিক মুহাব্বতরে কারণ।

"واللّٰه سبحانه و تعالى اعلم"

## প্রশ্ন নং - ৫

নির্ধারিত তৃতীয় দিনে কোরয়ান শরীফ ও কালেমা শরীফ পাঠ করা, চানা বিতরণ করা ও খানা খাওয়ানো - চাই আত্মীয় হউক অথবা বন্ধু বান্ধব কিংবা ফকীর মিসকিন; ইহা জায়েজ কিনা?

**উত্তর ঃ-** কোন জিনিষ কাহার কথায় নাজায়েজ ও হারাম হইতে পারে না। তৃতীয় দিনের নিষেধ কারীদের নিকটে ইহা নাজায়েজ হইবার কোন দলীল নাই এবং তাহাদের নিজস্ব কথা শরীয়তে গ্রহন যোগ্য নয়। জিকির, তিলাওয়াত, সাদকা সবই হইল উত্তম কাজ এবং এইগুলিই তৃতীয় দিনে হইয়া থাকে। আর এই জিনিষগুলি হইল তীজা বা তৃতীয় দিনের আসল এবং মুর্দাদের সওয়াব পৌঁছানো এবং এইগুলি থেকে মুর্দাদের উপকার হওয়া শরীয়তের দলীল সমূহে প্রমানীত। যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। এখন একটি কথা রহিয়া গেল যে, এই অনুষ্ঠানে দুই চারিজন ধনী ব্যক্তিকেও হয়তো খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ঘটনা হইল যে, তীজা বা তৃতীয়

দিনের অনুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিদের খাওয়ানো তো উদ্দেশ্য হইয়া থাকে না। কিন্তু যদি যথা সময়ে দুই একজন এমন মানুষ উপস্থিত রহিয়া গিয়াছে যাহারা প্রকৃত গরীব নয়। কেবল মুর্দা বাড়ীর মানুষদের ভালবাসায় এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য আসিয়া গিয়াছে, যদি তাহাদের খাওয়াইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও এই প্রকার দয়া করা হইল। ইহাতে সাদকার সওয়াব নষ্ট হইয়া যাইবে না। ইহার বিস্তারিত বিবরণ উপরের উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

## তৃতীয় দিন নির্ধারিত করা

তৃতীয় দিনকে নির্ধারিত করা হইয়া থাকে কেবল সুবিধার জন্য। কারণ, এই দিনটি হইল মুর্দার আত্মীয় স্বজনদের শান্ত্বনা দেওয়ার শেষ দিন। ইহার পরে এলাকায়ী মানুষদের জন্য শান্ত্বনা দিতে যাওয়া মাকরূহ হইয়া যাইবে। এই তৃতীয় দিনে সমস্ত মানুষ শান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পৌঁছিয়া যাইয়া থাকে এবং বিনা দাওয়াত ও আমন্ত্রণে সহজে লোক একত্রিত হইয়া যায়। এই প্রকার দিন নির্ধারিত করা শরীয়তে নিষেধ নয়। অন্যথায় দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কাজ নাজায়েজ হইয়া যাইবে। মাদ্রাসাগুলিতে বন্ধের দিন নির্ধারিত রহিয়াছে। মানুষ নিজের জিকির ও অজীফার জন্য সময় নির্ধরিত করিয়া থাকে। ওয়াজ ও দাস্তার বন্দীর জালসাগুলি এভং সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য দিন নির্ধারিত করা হইয়া থাকে। এই জিনিষগুলির মধ্যে কোনটি যদি নাজায়েজ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তীজা বা তৃতীয় দিন নাজায়েজ হইয়া যাইবে কেন? ইহাও নয় যে, কেহ এই ধারণা করিয়া থাকে যে, নেক কাজগুলির সওয়াব কেবল তৃতীয় দিনে পৌঁছিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি এই প্রকার ধারণা করিয়া থাকে না। তৃতীয় দিন পালনকারী মরণের সময় থেকে ইসালে সওয়াব আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে। মুর্দা দাফন হইবার পূর্বে কোরয়ান শরীফ, কালেমা শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে। দাফন করিয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

সাদকা দিয়া থাকে। প্রতিদিন ফাতিহা করিয়া থাকে এবং সওয়াব পৌছাইয়া থাকে। তাহার সম্পর্কে এই কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সে তৃতীয় দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে সওয়াব পৌছাইবার পক্ষপাতি নয়; নেক্ কাজের জন্য দিন ধার্য করা সাহাবায় কিরাম রাদী আল্লাহু আনহুমদের থেকেও প্রমান রহিয়াছে। হজরত শাহ আব্দুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিস দেহলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির মালফুজাতের মধ্যে স্বয়ং শাহ সাহেবের এখানেও তৃতীয় দিন পালন হইবার কথা বর্ণিত রহিয়াছে। মালফুজাত ২১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -

"روز سیوم ہجوم مردم آن قدر بود ند کہ بیرون از حساب است ہشتاد و یک کلام اللہ بشمار آمدہ وزیادہ ہم شدہ باشد وکلمہ راحصر نیست"

"তৃতীয় দিন মানুষ এত পরিমান সমবেত হইয়াছে যে, হিসাব ও গননার বাহির ছিল। একাশিবার কোরয়ান শরীফ খতম হইয়া ছিল, বরং ইহার থেকেও বেশি এবং কালেমা শরীফ তো ছিল অগিনত"।

# প্রশ্ন নং - ৬

শবে বরাতের দিন হালুয়া তৈরি করা হারাম বলিতেছে। ইহাকে কোরয়ান ও হাদীস থেকে প্রমান করিয়া দিন যে, হালুয়া তৈরী করা জায়েজ অথবা নাজায়েজ? কোনো ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিষকে হারাম করিতে পারে কিনা?

**উত্তর ঃ-** শবে বরাত হইল বহুত বর্কাতপূর্ণ রাত। শরীয়ত ইহার বহু ফজীলাত রহিয়াছে। অধিকাংশ মুফাস্সিরগনের উক্তি হইল যে

انا انزلناه فی لیۃ المبارکۃ

এই আয়াত পাকে শবে বরাতেরই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হাদীসগুলিতে

এই রাতের বহুত ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ইবাদাত, নেকী ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এমনকি ইবনো মাজা শরীফের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নিজের রহমাত বা দয়ার অবস্থায় দুনিয়ার আসমানের দিকে মুখ করিয়া ইস্তিগফারকারীদের রুজি প্রার্থনাকারীদের ও বিপদ থেকে মুক্তি পাইবার জন্য আহ্বান কারী দিগকে আওয়াজ দিয়া থাকেন যে, আমাকে তোমাদের প্রয়োজনের কথা বলো। হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহুর হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, এই রাতে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শুভাগমন করিতেন। ইহা থেকে প্রমান হইল যে, এই রাতে বেশি করিয়া সওয়াবের কাজ করা এবং মুর্দাদিগকে সওয়াব পৌছানো সুন্নাত। খানা খাওয়ানো নেকীর কাজ এবং খাদ্যের মধ্যে যাহা সব চাইতে সুস্বাদু তাহা খরচ করা আরো উত্তম কাজ। মুসলমানেরা হালুয়াকে অতি উত্তম খাদ্য ধারণা করিয়া খরচ করিয়া থাকে। তাহারা ইহার সওয়াব পাইবে। আল্লাহু তায়ালা ঘোষণা করিতেছেন -

" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "

তোমরা কখনোই সওয়াব পাইবে না। যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিষ খরচ করিয়া থাকো।

তাফসীরে মাদারিকের মধ্যে রহিয়াছে -

" وعن عمر ابن العزيز انه كان يشترى اعدال السكر ويتصدق بها فقيل له لما تصدق بثمنها قال لان السكر احب الى فاردت ان انفق مما احب "

হজরত উমার আব্দুল আজীজ খুব সুন্দর চিনি ক্রয় করতঃ তাহা সাদকা করিয়া দিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আপনি উহার মুল্য কেন সাদকা করিয়া দিয়া থাকেন না? তিনি বলিয়াছেন, এই জন্য যে, চিনি

আমার নিকটে খুবই প্রিয়। সুতরাং আমার ইচ্ছা যে, আমি আমার সব চাইতে প্রিয় জিনিষ ব্যয় করিয়া দিব।

এখন প্রমান হইয়া গেল যে, পছন্দনীয় সুন্দর জিনিষ খরচ করিয়া দেওয়াই হইল এই আয়াত পাকের প্রতি আলম করা। হালুয়া হইল মুসলমানদের নিকটে একটি পছন্দনীয় সুস্বাধু খাদ্য। তাহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইল এই আয়াত পাকের প্রতি আমল করা এবং আল্লাহর নিকট থেকে সওয়াব পাইবেন। যে ব্যক্তি ইহাকে হারাম বলিয়া থাকে সে হইল গোমরাহ। কারণ, সে আল্লাহর হালাল করা জিনিষ কে কেবল নিজের ইচ্ছামত হারাম বলিতেছে এবং শরীয়তের মধ্যে নিজের রায়কে ঢুকাইতেছে এবং খোদায়ী আহকামকে পরিবর্তন করিতেছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন -

" يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين "

অনুবাদ - হে ঈমানদারগণ! সেই পবিত্র জিনিষগুলি হারাম করিওনা, যেগুলি আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং সীমা লংঘন করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করিয়া থাকেন না।

হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমার মালফুজাতে রহিয়াছে -

" باز از ابتدائے کرامت شب برات فرمود کہ در شب پانزدہم شعبان بعد عشاء قریب سنہ وصال بخانہ آمد و گفت آں روز شب مبارک و تقسیم برأت یکسالہ است برخیز د برائے مردگان مدفون جنت بقیع در انجا رفتہ دعا کن۔ چنانچ آنحضرت ہمچنیں کردند برائے آں رسم فاتح دریں شب ست خواہ نان و حلوہ خاہ ہر چہ خواہد مگر در ہند حلوہ می باشد و در سمرقند قتلما و غیری کنند "



pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের কাছাকাছি শবে বরাতে ঈশার নামাজের পরে হুজূর পাক বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছেন। হঠাৎ হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া আবেদন করিয়াছেন - আজ বর্কাতময় রাত। আজ সারা বৎসরের অংশ বন্টন হইবে। জান্নাতুল বাকীতে শুভাগমন করতঃ মুর্দাদের জন্য দোয়া করুন। হুজূর পাক তাহাই করিয়াছেন। এই কারণে এই রাতে ফাতিহা করিবার রেওয়াজ রহিয়াছে, চাই হালুয়া রুটি হউক, চাই অন্য কিছু কিন্তু হিন্দুস্তানে হালুয়া হইয়া থাকে এবং বোখারা ও সামারকান্দে ফাতলামা ইত্যাদি করিয়া থাকে। - শাহ সাহেবের কথা থেকে জানা গেল যে, ইহা হইল হাদীস শরীফ অনুযায়ী। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

# প্রশ্ন নং - ৭

প্রত্যেক জিনিষকে ওহাবীরা বিদয়াত বলিয়া থাকে। এই বিদয়াত কি জিনিষ?

**উত্তর ঃ-** প্রত্যেক নতুন জিনিষকে আভিধানিক অর্থে বিদয়াত বলা হইয়া থাকে এবং শরীয়তে অধিকাংশ সেই জিনিষগুলিকে বলা হইয়া থাকে, যেগুলি কেহ নতুন আবিস্কার করিয়া দ্বীনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে, যেগুলির আসল ও মিসাল শরীয়তে পাওয়া যাইয়া থাকে না এবং তাহা দ্বারা কোন সুন্নাত মুর্দা হইয়া যায়। যথা - রাফেজিয়াত, খারেজিয়াত, ওহাবীয়াত ও মির্যায়ীয়াত। এই জিনিষগুলিকে বিদয়াতে সাইয়া ও বিদয়াতে দলালাহ বলা হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে এই বিদয়াতের নিন্দা করা হইয়াছে। মাজমাউল বিহার কিতাবে বিদয়াতের সংজ্ঞা এই ভাষায় দেওয়া হইয়াছে - ما كان يخلاف ما امر به অর্থাৎ যে জিনিষ শরীয়ত বিরোধী হইবে।

শাব্দিক অর্থে বিদয়াত দুই ভাগে বিভক্ত - বিদয়াতে হুদা, যাহাকে বিদয়াতে হাসানা বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার বিদয়াতে দালালাহ,

যাহাকে বিদয়াতে সাইয়েয়াহ বলা হইয়া থাকে। মাজমাউল বিহারের মধ্যে রহিয়াছে -

هى نوعان بدعة هدى و بدعة ضلالة ـ اه

هذا وللتفصيل مقام اخر والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه عزاسمه انقن واحكم كتبه العبد المعتصم بحبله المتين -

সাইয়েদ মোহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন
২৩ শাওয়াল ১৩৫৩
হিজরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ওহাবীয়াতের ঝগড়া

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ওহাবীয়াত থেকে যে ঝগড়া বিবাদ ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং এই জিনিষ মুসলমানদের ও তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে যে পরিমান ক্ষতি করিয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ। একই বাড়িতে দুই ভায়ের মধ্যে লড়াই, পিতা পুত্রের মধ্যে লড়াই, প্রতিবেশির সঙ্গে প্রতিবেশির লড়াই, প্রতিটি পাড়ায় নিজেদের মধ্যে বিরোধীতা; মোট কথা, এমন কোন জায়গা নাই যেখানে ওহাবীয়াত অশান্তি সৃষ্টি করে নাই এবং মুসলমানদের কোলে, পাশে ও মাথার উপরে শত্রু খাড়া করিয়া দিয়াছে। এই মহামারি (আরব শরীফের) নজদ (বর্তমান রিয়াজ) থেকে প্রকাশ পাইয়াছে। সহী বোখারী শরীফের হাদীসে রহিয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহা সম্পর্কে বহু বৎসর পূর্বে সংবাদ দিয়া ছিলেন। সেই আগুন দাউ দাউ করিয়া উঠিয়াছে, সেই ফিৎনা পয়দা হইয়াছে এবং আব্দুল ওহাব নজদীর ঘর থেকে বাহির হইয়া আরবের বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়াছে। যেখানে পৌছিয়াছে সেখানে বাধা দেওয়া হইয়াছে। নজদের ছোট ও শুকনো এবং অসুন্দর প্রদেশের কিছু শুষ্ক মানের হিংস্র হায়ওয়ান মেজাজের মানুষদের মাথায় ওহাবীয়াতের মন মানষিকতা ঘুরিতেছে, কিন্তু আফসোস যে, যে জিনিষকে দুনিয়ার সমস্ত দেশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহা ভারত ও পাকিস্তানে স্থান পাইয়াছে। ওহাবীয়াতের বীজ বপন করা হইয়াছে দিল্লী এবং যখন তাহা চারা হইয়া বাহির হইয়াছে তখন তাহা দেওবন্দে পালন করা হইয়াছে। এই ওহাবীয়াত দেওবন্দে এমন ভাবে বড় হইয়াছে যে, উহার শাখা প্রশাখা ভারত ও পাকিস্তানে কোনায় কোনায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা থেকে এই দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেশের বহু তরুণ যুবকদের ধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং অশান্তির আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। যুগের পর যুগ কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এই ফিৎনা খতম হয় নাই। দুঃখ ইহাই যে, ওহাবী

চমক হইল প্রায় সুন্নীদের কাছাকাছি। আহলে সুন্নাতের ন্যায় নামাজ, আহলে সুন্নাতের ন্যায় রোজা, তাহাদেরই ন্যায় হজ্ ও যাকাত। মোট কথা, ইবাদত ও ব্যবহারিক দিক দিয়া প্রায় সমস্ত মসলায় সুন্নীদের মতো এবং সেই সমস্ত কিতাব থেকে দলীল গ্রহন করিয়া থাকে যেগুলির উপরে আহলে সুন্নাত বিশ্বাসী। এই কিতাবগুলিকে ওহাবীরা মানিয়া থাকে। আবার নিজদিগকে হানাফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে কিন্তু কিছু আক্বীদায় ও কিছু মসলাতে তাহারা এমনই বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, যাহা থেকে একা মহা মতভেদ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সেই আকীদাহগুলির কারণে তাহাদিগকে না আহলে সুন্নাত মুসলমান বলিয়া মানিয়া নেওয়া যাইবে, না তাহাদের ইমামতী জায়েজ মনে করা যাইবে।

## বিভেদের কারণ

ইহা হইল আরো দুঃখজনক ব্যাপার যে, যে সমস্ত আক্বীদার কারণে ওহাবীরা মুসলমানদের থেকে পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের ময়দান কায়েম করিয়াছে, সেই আকীদাহগুলি তাহাদের ধ্যান ধারনায় জরুরী বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও তাহারা সেই সমস্ত আকীদাহগুলি ত্যাগ করিতে চাহিয়া থাকে না এবং তাহারা সেই সমস্ত গৃহযুদ্ধকে পরোয়া করিয়া থাকে না যেগুলি তাহাদের বদ আকীদার কারণে পয়দা হইয়া গিয়াছে। ইহারা হইল অত্যন্ত জেদী ও হটকারী। দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাক, মাথা ফাটিয়া যাক, নিরাপত্তা ও শান্তি উঠিয়া যাক ও অমুসলিম সম্প্রদায় বীর বাহাদুর হইয়া যাক; এইসব কিছু হইল পছন্দ কিন্তু সেই গুরুত্বহীন জিনিষগুলি এবং সেই বাতিল ধারণাগুলি ত্যাগ করা পছন্দ নয়।

## ইমকানে কিজ্ব

ওহাবীদের জন্য তাহাদের দ্বীন ও ধারণা অনুযায়ী কি ইহা জরুরী

যে তাহারা আল্লাহ তায়ালার মিথ্যার ন্যায় একটি নোংরা জিনিষকে সম্ভব বলিয়া প্রমান করিবে। যদি ওহাবীরা এইরূপ না করিয়া থাকে যে, আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব, তাহা হইলে কি তাহারা নিজেদের ধারনায় কাফের হইয়া যাইবে? ঈমান থেকে বাহির হইয়া যাইবে! এই মসলার প্রতি ধারণা এবং ইহা প্রচার করিবার কি প্রয়োজন! কোরয়ান পাক কি ইহা শিক্ষা দিয়াছে যে, আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব প্রচার করিয়া থাকো অথবা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহা বলিয়াছেন কিংবা দ্বীনের ইমামগন মুমিন হইবার জন্য এই প্রকার ধারণা রাখা জরুরী বলিয়াছেন। ইহার কারণ কি যে, একটি নতূন কথা বাহির করিয়া দুনিয়াতে অশান্তি ছড়াইয়া দিবে, বিভিন্ন রকমের দোষ বাহির করিয়া দুনিয়ার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হইয়া যাইবে কিন্তু তাহারা ইহা থেকে বিরত হইয়া থাকে না।

# বারাহীনে কাতিয়া

অনুরূপ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানে - বেয়াদবী মূলক কথা বলা যেমন বারাহীনে কাতিয়ার মধ্যে হুজূর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম সম্পর্কে লিখিয়াছেন -

”شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی
فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو
رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے“

“শয়তান ও মালাকুল মওতের এই বিস্তীর্ণ (জ্ঞান) অকাট্ট দলীল থেকে প্রমাণিত। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জ্ঞান সম্পর্কে কোন অকাট্ট দলীল রহিয়াছে যাহা দ্বারা সমস্ত দলীলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি শির্ক প্রমান করিতেছে।”

শয়তান ও মালাকূল মওতের জন্য এই বিস্তীর্ণ ইল্ম (জ্ঞান) কে অকাট্ট দলীলে প্রমাণিত বলিয়া নেওয়া এবং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অ সাল্লামের জন্য ইহাকে অস্বীকার করা এবং শির্ক বলিয়া গন্য করা হইল এক আশ্চর্য কথা। একই জিনিষ যাহা শয়তানের জন্য মানিয়া নেওয়া শির্ক হইল না, তাহা হুজূর পাকের জন্য মানিয়া নেওয়া শির্ক হইয়া যাইবে! এই কথার প্রতি শরীয়তের নির্দেশ সম্পর্কে আরব ও অনারবের ফাতওয়াতে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই কথার খারাবী সম্পর্কে বার বার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষ এই কথাকে নিছক নোংরামী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে যে, একদল লোক হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য বিস্তীর্ণ ইল্ম (জ্ঞান) কে প্রমান করা শির্ক বলিয়া থাকে এবং তাহা শয়তানের জন্য প্রমান করিয়া থাকে, তাহাদের নিকটে যেন শয়তান আল্লাহ তায়ালার শরীক হইতে পারে। কারণ, যে জিনিষ কোন মাখলূকের জন্য মানিয়া নেওয়া শির্ক হইয়া থাকে, তাহা যে কোনো মাখলূকের জন্য মানিয়া নেওয়া শির্কই হইবে। ইহা কখনোই হইতে পারে না যে, ঠাকুরের জন্য ইবাদাতে সিজদা করা হইবে শির্ক কিন্তু ওহাবীদের কোনো বড়োর থেকে বড়ো মৌলবীকে সিজদা করিয়া নিলে তাহা শির্ক হইবে না। আবার যে জিনিষকে শির্ক বলা হইয়া থাকে সেই জিনিষকে অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমান করা কেমন নোংরামি ও বাতিল কথা! ইহা হইল একটি আলাদা আলোচনা। আমি কেবল এই কথা বলিতে চাহিতেছি যে, ওহাবীরা কি তাহাদের দ্বীন আক্বীদাহ অনুযায়ী হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে এই প্রকার ধারণা রাখিতে এবং এই প্রকার কথা বলিতে বাধ্য? যদি তাহারা এই প্রকার কথা বলিয়া না থাকে, তাহা হইলে কি তাহারা ঈমান থেকে খারিজ হইয়া যাইবে? যদি এই সমস্ত কথার প্রতি বিশ্বাস করা মুমিন হইবার জন্য জরুরী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোরয়ান পাকে ইহার তা'লীম দেওয়া হয় নাই কেন? হাদীস শরীফে ইহার সবক (শিক্ষা) দেওয়া হয় নাই কেন? ওহাবীদের ধারণা অনুযায়ী সমস্ত সাহাবায় কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগন এই জরুরী ধারণা থেকে খালি চলিয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

গিয়াছেন। সুতরাং ইহা মানিতে বাধ্য যে, এই ধারণাটি হইল বিদয়াত ও নতুন আবিস্কৃত। পূর্ববর্তী বুজর্গদের নিকটে না ইহা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে, না কোরয়ান ও হাদীসে ইহার কোন নযীর রহিয়াছে। ইহার পরে তবে কেন নিজেদের একটি দল বানাইবার জন্য এই প্রকার আক্বীদার প্রতি জোর দেওয়া হইতেছে? মুসলমানদের সহিত ঝগড়া কেন ক্রয় করিয়া নেওয়া হইতেছে? সমস্ত মুসলমানদের অন্তরে কেন দুঃখ দেওয়া হইতেছে? ওহাবীরা কি নিজেদের ধারণায় এই আক্বীদাহ (ধারণা) ছাড়া মুমিন থাকিবে না? কেন এই সমস্ত প্রবৃত্তি?

## হিফজুল ঈমান

অনুরূপ হিফজুল ঈমানের মধ্যে মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে লিখিয়াছেন -

"آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض غیب مراد ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو ہر زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے"

তাঁহার (হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের) পবিত্র সত্তার জন্য ইল্মে গায়েব সাব্যস্ত করা যদি যায়েদ এর কথা অনুযায়ী সঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, এই গায়েবের উদ্দেশ্য কি কতিপয় গায়েব অথবা সমস্ত গায়েব? যদি আংশিক গায়েব উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে হুজূরের বিশেষত্ব কি রহিয়াছে? এই প্রকার ইল্মে গায়েব তো যায়েদ, উমার বরং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত পশুপক্ষী ও জন্তু জানোয়ারের জন্য সাব্যস্ত রহিয়াছে।"

এই নোংরা কথা নবী পাকের সম্পর্কে কেমন প্রকাশ্য অবমাননা

করা হইল যে, ওহাবী নেতাগন নিজেদের এবং নিজেদের বুজর্গদের সম্পর্কেও এই কথা বলা পছন্দ করিবে না এবং (কেহ বলিলে তাহা) গালি ধারনা করিবে এবং দুনিয়ার কোনো সম্মানী মানুষও চাই কোন মাযহাবের কিংবা কোন মতেরই হউক না কেন, এইরূপ কথা শুনিতে পছন্দ করিবে না। কিন্তু হুজূর পাকের সম্পর্কে এই কথা লিখিয়া যাইবে এবং ইহার উপরে জোরও দিবে, ইহার কারণ কী! ইহা কি কোনো খোদায়ী শিক্ষা যাহা ত্যাগ করা যাইবে না অথবা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এইপ্রকার ধারণা রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন অথবা সাহাবায় কিরাম কিংবা তাবেঈনগন অথবা মুজতাহিদ ইমামগন এই প্রকার কথা বলিবার কঠোর নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন? ইহার কারণ কি যে, এইরূপ কথা থেকে সাবধান হওয়া যাইবে না? বিরত থাকা যাইবে না? বিশ্ব মুসলিমদের অন্তরে দুঃখ দেওয়া হইবে? সমস্ত দুনিয়াতে অশান্তি ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে? কিন্তু একটি জিদ হইল যে, এই নোংরা কথা থেকে বিরত থাকিবে না। এই প্রকার আরো অনেক অবমাননা ও বেয়াদবীমূলক কথা জবানে আনা, কিতাবগুলিতে লেখা, সেইগুলির উপরে জিদ করিয়া থাকা কিতাবগুলি ছাপা, বাহাস-মুনাজারার মজলিস করা, দাঙ্গা হাঙ্গামা করা, মামলা মুকাদ্দামা করিয়া অর্থ নষ্ট করা, মুসলিম সমাজকে দুর্বল করিয়া ফেলা; যখন সমস্ত দুনিয়া নিজেদের উন্নতির চিন্তায় রহিয়াছে সেই সময়ে মুসলমানদের বিপদে ফেলিয়া দেওয়াতে কি যুক্তি রহিয়াছে? কোন উপকারের জন্য? ইহা কেমন বুদ্ধি?

## মীলাদুন্নবী

অনুরূপ কিছু ছোট ছোট মসলা নিয়া ঝগড়া করা এবং নিজেদের একটি পৃথক নতুন দল বানাইয়া মুসলমানদের সহিত লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবার অর্থ কী হইয়া থাকে? যদি কোন ব্যক্তি মীলাদ

শরীফের মজলিস করিয়া থাকে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিলাদাত শরীফ ও পবিত্র জীবনের বর্কাতময় অবস্থাগুলি এবং প্রকাশ্য মুজিযাগুলি বর্ণনা করিয়া থাকে, মাজলিসকে খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া থাকে এবং খুব মনোরমভাবে বিলাদাত শরীফ বর্ণনা করিবার সময়ে আল্লাহর রসূলের শানকে সম্মানের সহিত প্রকাশ করিবার জন্য তা'জিমী কিয়াম করিয়া থাকে; এইগুলি কি খারাপ বলিবার জিনিষ? শরীয়াতপাক ইহাকে কোন্ ধরনের হারামের মধ্যে গন্য করিয়াছে? কোন্ জায়গায় ইহাকে বড় গোনাহের মধ্যে গন্য করিয়াছে যে, যাহা নিয়া এতো বাড়াবাড়ি করিয়া লড়াই! এতো অসন্তুষ্টি! বই পুস্তক ছাপাছাপি! পত্র পত্রিকা লেখালেখী হইয়া থাকে! ইহার অবমাননায় কবিতা সমুহ লেখা হইয়া থাকে! মুসলমান দিগকে মুশরিক এবং বেঈমান বলা হইয়া থাকে! ওহাবী লোকেরা সিনেমা থিয়েটারের জন্য, কোনো হারাম ও নোংরা কাজের জন্য যে বিরোধীতা না করিয়া থাকে, তাহারা থেকে বেশি বিরোধীতা করিয়া থাকে মালীদ শরীফের মজলিসকে বন্ধ করিবার জন্য। ইহার কারণ কী?

## কিছু জিনিষ জরুরী করিয়া নেওয়া

আপনি মাদ্রাসা বানাইয়া থাকেন, তাহাতে আবার একের পর এক শ্রেণী তৈরি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি পাঠ্য তালিকা তৈরি করিয়া থাকেন এবং এক একটি বিষয় পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক নির্ধারিত করিয়া থাকেন, পড়াশোনা করাইবার জন্য সময় নির্ধারন বন্ধের দিনগুলি নির্ধারিত করা হইয়া থাকে, আবার সেইগুলি যথা নিয়মে মানিয়া নেওয়া হইয়া থাকে, পরীক্ষার জন্য মাস নির্ধারিত হওয়া প্রশ্ন পত্র তৈরী করা হইয়া থাকে, প্রশ্নগুলির নাম্বার দেওয়া হইয়া থাকে, কিছু কিতাবের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হইয়া থাকে, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পরীক্ষক ডাকা হইয়া থাকে, এইগুলির জন্য কিছু আড়ম্বরী করা হইয়া থাকে, পরীক্ষার



pdf By Syed Mostafa Sakib

পরে ছুটি রাখা হইয়া থাকে, বাৎসরিক জালসার জন্য দিন ধার্য ও খুব গুরুত্ব সহকারে করা হইয়া থাকে এইগুলির জন্য বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়া থাকে, তালিবুল ইল্মদের একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস সমাপ্ত করিয়া নেওয়ার পরে পাগড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, পাগড়ীর জন্য একটি রঙ নির্ধারিত করা হইয়া থাকে, আবার তাহাতে মাদ্রাসার নামও লেখানো হইয়া থাকে; এই সমস্ত জিনিষ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে কখন ছিল? সাহাবাদিগের যুগে এইগুলির অস্তিত্ব কোথায় ছিল? তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে কবে পাওয়া গিয়াছিল? এই জিনিষগুলি জরুরীভাবে করা হইয়া থাকে, নিয়মিতভাবে করা হইয়া থাকে, সওয়াবের কাজ বলিয়া করা হইয়া থাকে, ইবাদাতের মধ্যে গন্য বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। ইহা বিদয়াত হইল না কেন? ইহার বিরোধীতা করা হইয়া থাকে না কেন? রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর স্মরনে কবিতা লিখিয়া ছাপোনো তো বিদয়াত হইল না, অথচ তাহাতে বহু নাজায়েজ ও বাড়াবাড়ি জিনিষ রহিয়াছে? আর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্দর জিকির ও মীলাদ শরীফ বিবরণের মজলিস বিদয়াত হইয়া যাইবে?

# দাওয়াতে ইনসাফ

সমস্ত দলের মধ্যে কি এতটুকু বলিবার মতো কেহ নাই যে, মীলাদ শরীফ, উরূস, ফাতিহা ও চাল্লিশাকে বিদয়াত বানাইবার জন্য তোমরা যে হীলা বাহানা করিতেছো, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী নিজেরা নিজেদের কাজের মধ্যে করিতেছো কিন্তু না মাদ্রাসাকে বিদয়াত বলা হইয়া থাকে, না দাস্তার বন্দী (বা মাথায় পাগড়ী বাঁধা) কে, না বাৎসরিক জালসাকে, পড়া শোনার জন্য নির্ধারিত নিয়মকে, না মাদ্রাসার নিয়ম কানুনগুলিকে; তবে কি এই নাজায়েজগুলি কেবল অন্যদের জন্য এবং তোমরা ইহা থেকে আলাদা? এতবড় জামায়াতের মধ্যে কোন মানুষ যদি ইনসাফ করিতো!



pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু জানিনা মানুষের অন্তরের অবস্থা কেমন হইয়াছে! নূর নিভিয়া গিয়াছে! সামান্য নূর বলিয়া কিছু নাই যে, অন্যদের যে কাজগুলিকে যে কারণে বিদয়াত বলিতেছে এবং যেগুলিকে ধরিয়া ঝগড়া করিতেছে সেগুলি নিজেরা বিনা দ্বিধায় করিয়া যাইতে সামান্য শরম করিয়া থাকে না। এই মসলাগুলি এমন নয় যে, শিক্ষিত মানুষেরা বুঝিতে পারিবে না এবং জ্ঞানী লোকেরা এইগুলি নিয়া বিতর্ক বানাইয়া রাখিবে। এই জিনিষগুলি এমনই পরিস্কার যে, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ বুঝিতে পারিয়া থাকে যে, নাজায়েজ হইবার কোন কারণ নাই।

মীলাদ শরীফের মজলিস, হুজূর সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র জীবনী ও তাঁহার পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা ও অবগত হওয়া ঈমানদারদের জন্য হইল একটি বড় সৌভাগ্য। হাদীস শরীফে হুজূর পাকের জিকিরকে 'জিকরুল্লাহ' বলা হইয়াছে। কালেমা শরীফের মধ্যে হুজূর পাকের নাম রসূল বলিয়া এমনভাবে রহিয়াছে যে, যেমন আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও তাহার বিশেষণগুলিকে অস্বীকার করিয়া কেহ মুমিন হইতে পারে না, তেমন হুজূর পাকের প্রতি ঈমান না আনিয়া, তাঁহার রিসালাতকে অস্বীকার করিয়া কেহ মুমিন হইতে পারে না। যে পবিত্র সত্বা হইল ঈমানের আসল। যাহার প্রতি ঈমান না আনিলে কুফরের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব, তাঁহার পবিত্র জীবনী বর্ণনা করা অবশ্যই স্বসম্মানে হওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে যে মজলিস কায়েম করা হইয়া থাকে তাহা খুব সুসজ্জিত করা এবং সাধারণ মানুষের নজরে গুরুত্ব দেওয়া হইল ঈমানের কাজ।

হুজূর পাকের জিকির হইল আল্লাহ তায়ালার জিকির। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে ذكرك ذكرى তোমার জিকির হইল আমার জিকির। অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে - من ذكرك ذكرنى

যে তোমার জিকির করিয়াছে সে আমার জিকির করিয়াছে। হাদীস পাকে জিকিরের মজলিসকে জান্নাতের উদ্যান বলা হইয়াছে। হাদীস শরীফে রহিয়াছে -

" اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر "

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যান অতিক্রম করিবে তখন জান্নাতের ফল সংগ্রহ করিবে। সাহাবায় কিরাম আবেদন করিয়াছেন, জান্নাতের উদ্যান কি? হুজূর পাক বলিয়াছেন - জিকিরের মজলিস।

এই হাদীসগুলি থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, মীলাদ শরীফের মজলিসগুলি, যেগুলিতে হুজূর পাকের জিকির হইয়া থাকে, যে মজলিসগুলিকে হাদীস শরীফে 'জিকরুল্লাহ' বলা হইয়া হইয়াছে, সেগুলি হইল জান্নাতের উদ্যান সমূহ। হাদীসগুলি তো জান্নাতের উদ্যান বলিতেছে কিন্তু কট্টোর হিংসুকরা উহাকে বিদয়াত বলিয়া চিৎকার করিতেছে। জ্ঞানী মানুষগন আশ্চর্য হইতেছে যে, এই পড়া লেখা জাহেল মানুষেরা কি প্রকারে হুজূর পাকের জিকিরের বর্কাতময় মজলিসগুলিকে নাজায়েজ বলিয়া থাকে! তাহাদের এই কথা বুঝে আসিয়া থাকে না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই মসজলিসগুলি নাজায়েজ হইবার কারণ কী? এই সময়ে সেই কট্টোর হিংসুকদের পেরিশানী হইয়া থাকে।

# কিয়াম

এই হতাশার মধ্যে কেহ কখনো এই বলিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া থাকে যে, মীলাদ শরীফ তো জায়েজ রহিয়াছে কিন্তু বিলাদাতের বিবরণের সময়ে কিয়াম করিবার প্রতি প্রশ্ন। কিন্তু এই জিনিষকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়া থাকে না যে, কিয়াম নাজায়েজ এবং নামায়েজ এমনই যে, যাহা মীলাদ শরীফের মসলিসকেও নাজায়েজ করিয়া দিয়া থাকে। এই জন্য জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, কিয়ামের মধ্যে দোষ কী? ইহা নিষেধ কোথায় বলা হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে,



pdf By Syed Mostafa Sakib

মীলাদ শরীফের সময়ে কিয়াম করা তিনটি যুগে ছিল না এবং ইহার ভিত্তি নাই। এইজন্য ইহা হইল বিদয়াত। কিন্তু তাহাদের এই কথাটি হইল অর্থহীন - কেবল একটি বাহানা মাত্র।

হজরত ফাতিমা জাহরা রাদী আল্লাহু আনহার জন্য স্বয়ং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিয়াম - দাঁড়াইবার প্রমান রহিয়াছে। ইহার পরেও কেহ ইহা লিখিয়া থাকে যে, উপস্থিত ব্যক্তির জন্য যাহাকে সামনে দেখা যাইয়া থাকে এবং সবাই দেখিতে পাইয়া থাকে, তাহার জন্য কিয়াম জায়েজ। কিন্তু যে ব্যক্তি না উপস্থিত, না কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়া থাকে, তাহার জন্য কিয়াম শির্ক। ইহা হইল একটি ভিত্তিহীন কথা। কারণ, যে জিনিষ শির্ক হইবে সে জিনিষ উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবার জন্য শির্ক হইবে। শির্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি যে, কোন বড় সংবাদ শ্রবন করিয়া অধীর আগ্রহে অথবা ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়া যাওয়া মানুষের হইল একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং হাদীস শরীফ থেকেও প্রমাণিত - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতও। সুতরাং যখন এই আয়াত اتى امر الله (আল্লাহর নির্দেশ আসিয়াছে) নাযিল হইয়াছে, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ক্বাল্‌ব - দিল মুবারকে এক অসাধারণ প্রেরনা পয়দা হইয়াছে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন।

অনুরূপ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিলাদাত শরীফের বিবরণ শুনিয়া, বিশেষ করিয়া এই প্রকার মজলিসে, যাহা হুজূর পাকেরই পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য কায়েম করা হইয়াছে এবং হুজূর পাকের পবিত্র প্রসংশা শ্রবন করিয়া অন্তরের মধ্যে মুহাব্বাতের ঢেউ চলিয়া আসিয়া থাকে, বিলাদাতের বিবরণ শ্রবন করিয়া এক আশেকানা উত্তেজনা চলিয়া আসা এবং আনন্দ প্রকাশ এবং আদব ও সম্মানের জন্য কিয়ামের - দাঁড়াইয়া যাইবার প্রেবনা চলিয়া আসা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় বরং ইহা হইল প্রকৃত পক্ষে সেই সুন্নাত অনুযায়ী কাজ, যাহা হুজূর পাকের

কিয়ামের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

আবার দ্বীনী কোনো বড় কাজের বিবরণ শুনিবার জন্য এবং উহার সম্মান করিবার জন্য কিয়াম করাও সাহাবাদিগের সুন্নাত। যেমন হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনিবার জন্য কিয়াম করিয়াছেন।

হুজূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিলাদাত শরীফের এবং হুজূর পাকের বিকাশের বিবরণের কিয়াম তো স্বয়ং তাঁহারই থেকে প্রমানিত রহিয়াছে যে, হুজূর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজেই মিম্বারে দাঁড়াইয়া নিজের বিলাদাত শরীফের বিবরণ দিয়াছেন। এখন কিয়ামের মধ্যে কি সন্দেহ রহিয়াছে? কি প্রশ্ন রহিয়াছে? কি হীলা বাহানা রহিয়াছে? কতোই দিক দিয়া কিয়াম প্রমাণিত রহিয়াছে!

আচ্ছা! যদি তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইয়া থাকে, যদি তোমার নজরে এইগুলি পড়িয়া না থাকে, হাদীসগুলি পর্যন্ত যদি পৌঁছিয়া না থাকে, ভাল কাজগুলির প্রতি নজর না থাকে, সাহাবায় কিরামদিগের জীবনী অবগত না হইয়া থাকো, একেবারে উদাসিন মানুষ হইয়া থাকো; তবে যদি সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির দাবী রাখিয়া থাকো, তাহা হইলে সামান্য জ্ঞান করিয়া কাজ করো এবং এতটুকু তো চিন্তা করো যে, কিয়ামকারী কি নিয়াতে কিয়াম করিয়া থাকে? ওহাবীদের মারিবার জন্য উঠিয়া থাকে, না শয়তানকে জ্বলাইয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া থাকে অথবা মজলিস থেকে চলিয়া যাওয়া উদ্দেশ্য হইয়া থাকে! তাহার উঠিবার উদ্দেশ্য কী? যদি তোমার বুঝ এতটুকুও বলিতে না পারিয়া থাকে যে, এই লোকটি এই সময়ে কেন উঠিয়াছে, তাহা হইলে এই বুদ্ধির প্রতি বুক চাপড়াইতে থাকো। কারণ, এতটুকু কথা তো সেই লোকটিও বুঝিয়া নিয়া থাকে যে হইল প্রকাশ্য কাফের এবং ইসলামের দাবীদার নয়। তোমার জ্ঞানে যদি ইহাও না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে মীলাদ পাঠকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া নাও, মীলাদের অনুষ্ঠানকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া নাও, যাহারা মীলাদের মজলিসে উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের জিজ্ঞাসা



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া নাও।

প্রত্যেক মানুষ তোমাকে বলিয়া দিবে যে, এই কিয়াম ছিলো সম্মানার্থে। সুতরাং এখন তুমি বলো যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি কি তোমার কোন দুশমনী রহিয়াছে যে, তুমি তাহা নাজায়েজ ধারণা করিতেছো। কোরয়ান ও হাদীসে কি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মান ও ইজ্জাত করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই? নিশ্চয়, নিশ্চয় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে বলো যে, সম্মান ও ইজ্জাত করিবার জন্য কি কোন খাস নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোন নির্ধারিত তরীকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে? তোমরা নিজেরাই তো কোন জিনিষ নির্ধারিত করিবার বিরোধী এবং কোন জিনিষ নির্ধারিত করিলে বলিয়া থাকো। তবে এখানে কেন নিজেদের তরফ থেকে নির্ধারিত করিতেছো! যে সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানের যে নিয়ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই সম্মান এবং সম্মানের নির্দেশের মধ্যে গন্য। সাবধান! কোরয়ান থেকে মুখ ঘুরাইয়া নিবে না! যখন তুমি স্বীকার করিয়া থাকো যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মান করা জরুরী তখন কি কারণ রহিয়াছে যে, কিয়াম অমান্য করিবে?

এখন এই বাহানা থাকিলো যে, সম্মানের কিয়াম তো জায়েজ কিন্তু মীলাদ শরীফের মজলিসে কেবল মীলাদ শরীফ পাঠ করিবার সময়ে কিয়াম করা হইয়া থাকে কেন? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিয়াম কেন করা হইয়া থাকে না? এই প্রকার বাজে বাহানা কোন জায়েজ জিনিষকে নাজায়েজ করিতে পারে না।

ওহাবীদের জিজ্ঞাসা করো - কোনো জায়েজ জিনিষ নির্ধারিত সময়ে করা এবং অন্য সময়ে না করা কি জায়েজ জিনিষকে নাজায়েজ করিয়া দিয়া থাকে? যদি হ্যাঁ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে দলীল দেখাইয়া দাও। কোন আয়াত অথবা কোন হাদীস শোনাইয়া দাও। কেবল নিজের



pdf By Syed Mostafa Sakib

খেয়াল খুশিমতো কোন জায়েজ জিনিষকে খবরদার নাজায়াজে বলিবে না। শরীয়ত কাহারো খেয়ালী কথার নাম নয়। দেখিবেন! বেচারা অক্ষম হইয়া যাইবে। কোনো দলীল আনিতে পারিবে না। এখন প্রকাশ হইয়া যাইবে যে, তাহার দাবী ছিলো মিথ্যা এবং কোনো জায়েজ জিনিষ নির্ধারিত সময়ে করিলে তাহা নাজায়েজ হইয়া যায় না।

ওহাবীদের মাথায় এই কথাটি ঢুকাইয়া দাও যে, তোমাদের মাদ্রাসাগুলিতে ফিকাহ ও হাদীস পড়াইবার যে নিয়ম রাখিয়াছো তাহা জায়েজ ও সওয়াবের কাজ। তবে মাদ্রাসাগুলি কেবল দিনের বেলায় খোলা থাকে কেন? রাতে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে না কেন? এই প্রকার নির্ধারিত করিবার পিছনে কি কোন আয়াত অথবা হাদীস রহিয়াছো? নাই। তবে কি এই প্রকার নির্ধারিত করিবার কারণে এই জায়েজ জিনিষ নাজায়েজ হইয়া গিয়াছে? অনুরূপ জুময়ার দিন ছাড়া অন্য দিনগুলিতে পড়ানো এবং জুময়ার দিনে না পড়ানো, অনুরূপ রমজান মাসে মাদ্রাসা বন্ধ রাখা এবং বন্ধ রাখিবার জন্য জুময়া ও রমজান মাসকে নির্ধারিত করা ইহাকে নাজায়েজ করিয়া দিয়া থাকে? যদি ইহাতে নাজায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা তো গোনাহ্গার হয়া থাকো, আর যদি নাজায়েজ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিয়ামের প্রতি তোমাদের এই প্রকার মুর্খামি প্রশ্ন, যাহাতে তোমাদের কাজও মিথ্যা হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও উপরে বর্ণিত দলীলগুলি থেকে জানা যাইতেছে যে, বিলাদাতের বর্ণনার সহিত কিয়ামের একটি মজবূত সম্পর্ক রহিয়াছে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিয়ামের সহিত বিলাদাত শরীফের বিবরণ দেওয়া এই তরীকার উপর ছিল যে, মজলিস হাজির ছিল এবং হুজূর পাক শুভাগমন করিয়া ছিলেন। দ্বীনের মসলা মাসায়েলের বিবরণ ছিল এবং তাহাতে যখন বিলাদাত শরীফের বিবরণ দিয়াছে তখন কিয়াম করিয়াছে। আবার যখন বিলাদাতের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে তখন আবার



pdf By Syed Mostafa Sakib

বসিয়া গিয়াছে। ইহা থেকে জানা যাইতেছে যে, খাস বিলাদাত শরীফের জন্য কিয়াম করা মুস্তাহাব ও মাসনূন। অনুরূপ হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর একটি মসলা শুনিবার জন্য কিয়াম করা, অথচ ইতিপূর্বেও দ্বীনের মসলাগুলির বিবরণ হইতে ছিল; ইহা এই কথারই দলীল যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ মসলার জন্য মজলিসে বসিয়া থাকা ব্যক্তির দাঁড়াইয়া যাওয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামেরও সুন্নাত এবং সাহাবা দিগেরও সুন্নাত।

ইমাম বোখারী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বোখারী শরীফের প্রত্যেকটি হাদীস লিখিবার জন্য গোসল করিতেন এবং দুই রাকয়াত নামাজ পড়িতেন, তারপর লিখিতেন। মীলাদের কিয়ামে বাধা প্রদানকারী ওহাবী বলো তো, ইমাম বোখারীর এই কাজ বিদয়াত ছিলো, না বিদয়াত ছিলো না? সাহাবায়গন কিংবা তাবেঈন কিংবা তাবে তাবেঈনগন কি কখনো এই প্রকার করিয়া ছিলেন? তিনটি যুগে কি এই কাজ পাওয়া গিয়াছিলো? যখন এই প্রকার হয় নাই, তবে তোমাদের কথা অনুযায়ী বিদয়াত হইল না কেন? ইহাও বাদ দিয়া সেই কিয়াম সম্পর্কীয় প্রশ্নটি করো যে, যদি হাদীস লিখিবার জন্য নতুন গোসল ও দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়া জায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল বোখারী লিখিবার সময়ে খাস করিয়া এই প্রকার করিবার কারণ কী ছিলো? যখন হুজূর পাকের হাদীস লিখিতেন তখন সব সময়ে এই প্রকার করিতেন না কেন?

ইমাম মালিক রহমা তুল্লাহি আলাইহি যখন হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন মজলিস সাজানো হইতো, মূল্যবান বিছানা বিছানো হইতো, উত্তম বালিশ রাখিয়া দেওয়া হইতো এবং স্বয়ং ইমাম মালিক উত্তম পোষাক পরিধান করিতেন, আত্বর লাগাইতেন, মজলিসে খোশবুর ব্যবস্থা করিতেন; তাঁহার হাদীসের মজলিসের জন্য এই ব্যবস্থাপনা থাকিতো। তোমাদের বিদয়াত কতদূর পর্যন্ত চলিবে? কিন্তু কথা হইল ইহাই যে, তাঁহারা ছিলেন

চোখ ওয়ালা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মজলিসের মূল্য ও উচ্চ মর্যাদা তাঁহাদের জানা ছিলো, আদব সম্পর্কে তাঁহারা অবগত ছিলেন তবেই তো তাঁহারা হুজূর পাকের একটি হাদীসের জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা করিতেন। তোমরা যদি কিছু খবর রাখিতে এবং রব্বুল আলামীন আল্লাহর হাবীবের মর্যাদা কিছু চিনিতে, তাহা হইলে মীলাদ শরীফের মজলিস ও সম্মানের কিয়ামের জন্য টাল বাহানা করিতে না।

# নায়াত শরীফ পাঠ

একটি বাহানা হইল ইহাই যে, মীলাদ শরীফ ও কিয়াম তো সবই হইল জায়েজ। কিন্তু ইহাতে কবিতা পাঠ করা হইয়া থাকে। এই বাহানাটি হইল বেকার। কবিতা তো কোন নাজায়েজ জিনিষ নয়, বিশেষ করিয়া নায়াত শরীফের কবিতা। হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে নায়াত শরীফের কবিতাগুলি পাঠ করিতেন এবং হুজূর পাক তাঁহার জন্য বহু দোয়া করিতেন এবং বলিতেন - "اللهم ايده بروح القدس" আল্লাহ! তুমি হাস্‌সানকে সাহায্য করো। তবে এখন কবিতাগুলির উপরে কি প্রশ্ন থাকিলো? কবিতা তো হুজূর পাকের মজলিসে পাঠ করা হইয়াছে, হুজূর পাকের অনুমতিতে পাঠ করা হইয়াছে, হুজূর পাক কবিতা পাঠকারীর প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন, হুজূর পাক তাঁহার জন্য বহু দোযা দিয়াছেন; এই প্রকার কাজ কি নাজায়েজ ও বিদয়াত হইতে পারে? আওয়াজ মিলানো কি শরীয়তে কোন জায়গায় কি নিষেধ বলা হইয়াছে? অথবা দ্বীনের মসলাগুলিতে কি তোমাদের এমন কোন্ অধিকার হাসেল হইয়া গিয়াছে যে, ইচ্ছামত কোন জিনিষকে নিষেধ ও নাজায়েজ বলিয়া দিবে? এই রকম ইচ্ছামত হুকুম দেওয়া ও নাজায়েজ বলা হইল দ্বীনের মধ্যে বিদয়াত আবিষ্কার করা। তোমরা কেবল এই বিদয়াত বলিয়া থাকো! তোমাদের



pdf By Syed Mostafa Sakib

কি জানা রহিয়াছে যে, সাহাবায় কিরাম রাদী আল্লাহু আনহু আজমাঈন খন্দক খনন করিতে ছিলেন এবং সবাই এক সঙ্গে আওয়াজ মিলাইয়া হুজূর পাকের প্রসংশায় কবিতা এবং নিজেদের আত্ম উৎসর্গের কথাগুলি কবিতার মাধ্যমে পাঠ করিতে ছিলেন। এই আওয়াজ মিলানোকে বিনা দলীলে নিষেধ বলিতেছো? সাহাবাদিগের কাজের উপরে প্রশ্ন? আবার বিশেষ করিয়া যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সামনে হইয়াছে!

# মিষ্টান্ন

এখন আপনার কেবল একটি প্রশ্ন বাকী রহিয়া গিয়াছে যে, শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়া থাকে। মিষ্টান্ন বিতরণ করা কি কোনো নিষিদ্ধ - হারাম কাজ? শরীয়তে কি কোন জায়গায় নিষেধ বলা হইয়াছে? ইহা কি কোন নাজায়েজ জিনিষ? উপঢৌকন ও জিয়াফত হুজূর পাকের যামানায় চালু ছিলো। হুজূর পাক এইগুলির নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে ভালবাসা বৃদ্ধির কারণ বলিয়াছেন। আনন্দের সময়ে দাওয়াত এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ সাহাবদিগের সুন্নাত। স্থান বিশেষে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু কোরয়ান শরীফ খতমের পরে উট জবাহ করতঃ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। দুই একটি কেন ইহার শত শত দৃষ্টান্ত উম্মাতের মধ্যে পাওয়া যাইবে। আবার আপনাদের কাছে তো বোখারী শরীফ খতম এবং সেই উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরন করিবার রেওয়াজ রহিয়াছে। ইহা তো কখনো অপনাকে চিন্তিত করে নাই। আপনি ইহার প্রতি কখনো তো বিদয়াত হইবার ফতওয়া প্রদান করেন নাই। হুজূর পাকের পবিত্র যুগে কি কখনো এই প্রকারে খতম করা হইয়া ছিলো? মোট কথা কোন সামান্য কারণ এমন নাই যে, যাহা থেকে কোনো ন্যায় পরায়ন জ্ঞানী ব্যক্তি মীলাদের মজলিসকে নাজায়েজ তো দুরের কথা মুস্তাহাব না বলিয়া মনে করিতে পারেন! এই অবস্থায়



pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাকে বিতর্কের বিষয় বানানো এবং ঝগড়ার কারণ করিয়া দেওয়া এবং এই বাহানায় মুসলমানদিগকে নিন্দা করা এবং সুন্নী জামায়াতের মধ্যে ভাঙন ধরাইয়া দেওয়া শয়তানী কাজ নয়তো কী?

## হিন্দু তোষণ

আপনারা তো সেই মানুষ যাহারা হিন্দুদের মুহাব্বাতে পাগল হইয়া বিভিন্ন জালসায় ঘুরিয়া থাকেন, হরতাল করিয়া থাকেন, মুশরিকদের সঙ্গে আওয়াজ মিলাইয়া "জয় ধ্বনী" দিয়া থাকেন; এই জিনিষগুলি তো আপনাদের বিদয়াত মনে হইয়া থাকে না কিন্তু হুজূর পাকের জিকির ও হুজূর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফকে আপনারা বিদয়াত দেখিয়া থাকেন। তাঁহার নামই যত খারাপ। নিজেরাই সরিয়া যাইয়া থাকেন। এই দলবাজি থেকে বিরত থাকো এবং চিন্তা করো যে, মীলাদ শরীফের মজলিসের বিপক্ষে অকারণ জিদ করায় কি ফায়দা হইতে পারে? এবং এই বিষয়ে মুসলমানদের দলবাজি করিয়া ফিৎনা পয়দা করিবার মধ্যে কি উপকার থাকিতে পারে?

## এগারই শরীফ

অনুরূপ কোন সুন্নী মুসলমান এগার তারিখে গওস পাক হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদী আল্লাহু আনহুর ফাতিহা করিয়া দিলে ওহাবীদের জ্বলন আনিয়া থাকে, ঝাল্ লাগিয়া থাকে। ইহাতে আপনাদের কি ক্ষতি হইয়াছে? আপনাদের কি কষ্ট হইয়াছে? আপনাদের অন্তরে ব্যাথা কেন লাগিয়াছে?

মিঞা সাহেব! যাহারা নাটকে না উগ্র, না সিনেমায় অসন্তুষ্ট, আবার কংগ্রেসী সভাগুলিতে ও মিছিলগুলিতে বিনা পরদায় মহিলাদের অংশ নেওয়ায় অবাধ অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহাদের বক্তৃতা শ্রবন

করিয়া থাকে; এই প্রকার সভাগুলিতে যেখানে মহিলারা বেপরদায় বক্তৃতা দিয়া থাকে; এই সমস্ত মানুষেরা এগার শরীফের প্রতি এতো দাঁত খিঁচাইয়া থাকে কেন?" এই মজলিসে তোমাদের কষ্ট হইবার মতো কি জিনিষ রহিয়াছে?

কোরয়ান শরীফের তিলাওয়াত করায় তো মুমিনের ঘাবরাইবার কথা নাই? যাহারা বেঈমান তাহারাই এই জিনিষে রাগান্বিত হইয়া থাকে -

"اذا ذكر الله وحده اشتماذت قلوب الذين لا يومنون بالاخرة"

যখন লা শরীফ আল্লাহর জিকির করা হইয়া থাকে তখন তাহাদের দিল চঞ্চল হইয়া যায় যাহারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে না। আল্লাহ্ তায়ালা আরো ঘোষণা করিয়াছেন -

وقال الله تعالى وقال الذين كفروا الاتسمعو الهذالقران و الغوافيه لعلكم تغلبون -

কাফেরা বলিয়াছে - এই কোরয়ানকে শুনিওনা এবং ইহাতে অশ্লীল কথা রটাও তাহা হইলে তোমরা জয়ী হইবে।

যাহারা কোরয়ান পাক শ্রবন করিতে ভয় পাইয়া থাকে এবং কোরয়ানকে খারাপ জানিয়া থাকে তাহাদের এই প্রকার আচরণকে কোরয়ান কাফেরদের কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এগার শরীফের ফাতিহাতে কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা হইয়া থাকে। আপনি ইহাতে ভয় পাইতেছেন কেন?

ইহা ছাড়া আর কি হইয়া থাকে! কিছু খাদ্য খাবার অথবা মিষ্টান্ন শ্রোতাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কি? ভাল ব্যবহার ও কাহার প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা তো শরীয়তে ভাল কাজ। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু



pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লাম ইহাকে মুমিনদিগের আলামত বলিয়া গন্য করিয়াছেন। কেহ কাহার খাদ্য খাওয়াইলে কোন বড় বখীলও ইহাকে খারাপ বলিয়া থাকে না। আপনার মধ্যে কি স্বভাব রহিয়াছে যে, মুসলমানদের জন্য খরচ করিবার প্রতি বিরক্ত হইয়া مناع للخير ভাল কাজে নিষেধকারী হইয়া যাইতেছেন? ইহাতে কোন্ জিনিষটি আপনার নজরে নাজায়েজ হইতেছে?

অবশ্য হয়তো আপনি একটি কথা বলিবেন যে, তিলাওয়াত ও খাবারের ইসালে সওয়াব গওস পাকের নামে করা হইয়া থাকে। তবে আপনার ইহা জানা নাই যে, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের ইসালে সওয়াব করা শরীয়ত জায়েজ করিয়াছে। হজরত সায়াদ রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথানুযায়ী তাঁহার মাতার ইসালে সওয়াব করিবার জন্য একটি কোঁয়া তৈরী করিয়াছেন যাহা হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। এই মসলাতে সমস্ত আহলে সুন্নাত একমত। শারহে আকায়েদ ও সমস্ত দ্বীনী কিতাবে ইহার পরিষ্কার বিবরণ রহিয়াছে। ইহার পরে আবার কি জিনিষ রহিয়াছে যাহা আপনার বিদয়াত মনে হইতেছে? কেবল এগার তারিখটি নির্ধারিত করা! তবে কি ইহা নিষেধ হইবার পিছনে কোন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে? বরং ভাল কাজের জন্য দিন ধার্য ও খাস করিয়া মুর্দাদের ইসালে সওয়াব করিবার জন্য দিন ধার্য হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত। স্বয়ং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রতি বৎসর উহুদের শহীদগনের যিয়ারত করিবার জন্য শুভাগমন করিতেন। ইহা থেকে দিন ধার্য করা প্রমান হইয়া থাকে। দিন ধার্য করিবার দলীল সন্ধান করিলে হাদীসের কিতাবগুলিতে বহু পাওয়া যাইবে। হজরত মূসা আলাইহিস সালামের বিজয়ের খুশি মানাইবার জন্য সেই তারিখে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রোজা রাখিবার কথা বলিয়াছেন। স্বযং হুজূর পাক নিজের জন্ম দিনে সোমবার করিয়া রোজা রাখিতেন এবং বলিতেন -



pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি এই দিনে জন্মগ্রহন করিয়াছি। ইহাতে দিন নির্ধারিত করা হইল, না হইল না?

## ইনসাফের দাওয়াত

মোট কথা, ইহা তাহাদের হীলা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া পয়দা করিয়া দেওয়া ও মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার জন্য জিদ ও গোঁড়ামি এবং এগার শরীফের প্রতি হিংসা। কেবল এগার শরীফ শুনিলে বিরোক্তি আসিয়া থাকে। যদি সামান্য কোন কারণ থাকিতো, এগার শরীফ নাজায়েজ হইবার পিছনে যদি শরীয়াতের কোন একটি ছোট দলীল থাকিতো, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিতো যে, এই জন্য ইহাকে অমান্য করিতেছে। কিন্তু কেবল অকারণে অস্বীকার করা এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে ফাটল ধরাইয়া দেওয়াই হইল একটি অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ অপরাধ। এই ধরনের আরো মসলাতে ঝগড়া। আমাদের দাবী হইল ইহাই যে, এই জিনিষগুলি এমন কোন সূক্ষ ও এমন কোন জটিল নয় যে, কোন জ্ঞানী মানুষ বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং পরিস্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং প্রত্যেক ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি যখন চিন্তা করিয়া থাকে, তখন তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ছোট ছোট মসলাগুলি সম্পর্কে কোন - প্রশ্ন করাই হইল অনোর্থক। কেবল মনের ধাঁধা। শরীয়তের মজবূত দলীল সমূহ এই মসলাগুলির স্বপক্ষে রহিয়াছে। এই মসলাগুলি সম্পর্কে ওহাবীরা যে ঝড় উঠাইয়া রাখিয়াছে সেগুলি এমন জটিল নয় যে, কোন ওহাবী সেগুলি বুঝিতে অক্ষম।

## তা'জীমে রিসালাত

ইহাতো হইল সর্ব স্বীকৃত কথা যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মান ও ইজ্জত করা গুরুত্বপূর্ণ ফরজগুলির অন্তর্ভুক্ত। হুজূর পাকের সম্পর্কে সামান্যতম গুস্তাখি ও বেয়াদবী করা নিঃসন্দেহে কুফরী।



pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহার পরেও মৌলবী রশীদ আহমাদ, খলীল আহমাদ, কাসেম নানতুবী ও আশরাফ আলী থানুবী প্রমুখ মৌলবীদের পক্ষপাতিত্বে এমনই উন্মাদ হইয়া রহিয়াছে যে, আল্লাহর রসূলের সম্পর্কে তাহাদের মৌলবীদের গুস্তাখী ও বেয়াদবীপূর্ণ বাক্যগুলি সহ্য করিয়া নিয়া থাকে। কেবল ইহাই নয়, বরং তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া থাকে। যে কিতাবগুলিতে তাহাদের কুফরী বাক্যগুলি রহিয়াছে সেগুলি যে কেহ ছাপাইয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের অন্তরে দুঃখ কষ্ট হউক এবং মক্কা ও মদীনা শরীফ থেকে তাহাদের গুস্তাখি কথাগুলির ভিত্তিতে কুফরী ফতওয়া আসিয়া যাক কিন্তু নিজেদের জিদ ও গোঁড়ামিতে যেন কম না হইয়া থাকে। আল্লাহর দরবারে যেন মাথা নিচু না হইয়া থাকে। তওবার জন্য জবান যেন না হেলিয়া থাকে। হুজূর পাকের সম্পর্কে গুস্তাখি করা সত্ত্বেও যেন ঐ মৌলবীগুলিকে যেন ত্যাগ করা না হইয়া থাকে। না ঐ মৌলবীগুলিকে তওবা করিতে বাধ্য করা হইয়া থাকে। ইহা কত বড় নিলর্জ্জতা! হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সর্বত্রে একটি মহা ফিৎনা হইয়া রহিয়াছে। ঘর ঘর লড়াই হইয়া রহিয়াছে। সর্বত্রে হট্টোগোল গণ্ডোগোল হইয়া রহিয়াছে। কিছু ভদ্র মেজাজের মানুষ যদি এই বেদনা উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং মুসলমানদের দুর্বল করিয়া দেওয়ার মতো এই ঝগড়া থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ওহাবী সাহেবরা যদি জিদ সামান্য ত্যাগ করিয়া থাকে এবং জিদ করিয়া শরীয়তের মধ্যে নিজেদের রায় ঢুকাইবার অভ্যাসকে ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত ঝগড়া এক মুহূর্তে খতম হইয়া যাইবে এবং অখণ্ড ভারতে সর্বত্রে ঝগড়া দাঙ্গার উত্তেজিত আগুন নিভিয়া যাইবে এবং এই আগুনও ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। তোমাদের মুখ থেকে কিছু অশোভনীয় কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, তোমাদের কলম দ্বারা লেখা হইয়া গিয়াছে; যাহার কারণে সমস্ত দেশ দুঃখিত রহিয়াছে, সমস্ত মুসলমান দুঃখিত রহিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের দিল দুঃখিত



pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছে; তবে সেই কথাগুলির উপরে তোমাদের এতো জোর ধরিয়া থাকা কেন? তোমরা ইহা ত্যাগ করিতে কি অক্ষমতার মধ্যে রহিয়াছো? তওবার দুইটি কথা দ্বারা এই ঝগড়া কেন খতম করিয়া দিয়া থাকো না? যদি কোন হিম্মতওয়ালা ওহাবী নিজেদের বড়োদিগকে তওবা করিবার হিম্মত দিয়া থাকে এবং ইহাতে জোর দিয়া থাকে, তাহা হইলে অখণ্ড ভারত থেকে এই একশত বৎসরের লড়াই কয়েক মিনিটে সমাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এমন কোনো কি মিমাংসা পছন্দ ব্যক্তি রহিয়াছে? এমন কোনো শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি কি রহিয়াছে? এমন কোনো কি ব্যাথা অনুভবকারী ব্যক্তি রহিয়াছে যে, এই চেষ্টার জন্য কোমর বাঁধিতে প্রস্তুত হইবে? মুর্খ থেকে মুর্খ মানুষ উগ্র থেকে উগ্র মানুষও খোদার দরবারে তওবা করিতে এবং মাটির উপরে অবনত ভাবে কপাল রাখিতে দ্বিধা করিয়া থাকে না। সব জানতা ইল্মের দাবীদারগন কি বাস্তবে প্রমান করিতে পারিবে যে, তাহাদের মধ্যে সামান্য শরম বলিয়া কিছু বাকী রহিয়াছে! আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আমীন।

# সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৭২

# কাশফুল হিজাব

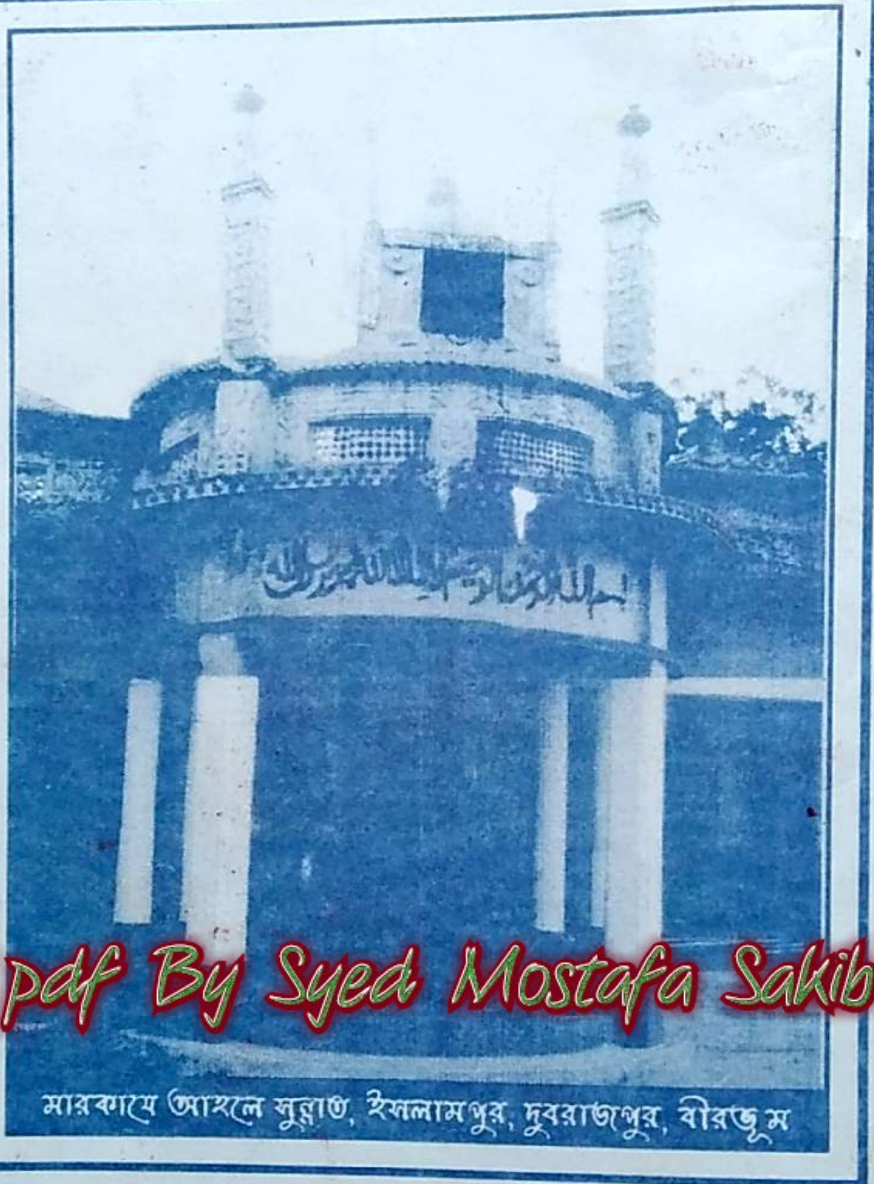


মারকাযে আহলে সুন্নাত, ইসলামপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ লেখক ঃ-

সাদরুল আফাজিল আল্লামা সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী
আলাইহির রহমাহ

-ঃ অনুবাদক ঃ-

মুফতীয়ে আ'জামে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী